দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৪৮ ॥ ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১১ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৩ জমাঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

শুভ বড়দিন উপলক্ষে আর্চ বিশপের হাউজ পরিদর্শন সেনাবাহিনী প্রধানের

স্টাফ রিপোর্টার : সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান গতকাল বুধবার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শুভ বড়দিন ও নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকার কাকরাইলে অবস্থিত আর্চ বিশপের হাউজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সকলকে শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা জানান। সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের দেশের গর্ব। সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ যেন নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করতে পারে, সে বিষয়ে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করছে।

'শুভ বড়দিন-২০২৪ উপলক্ষ্যে বুধবার বঙ্গভবনে দরবার হলে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এবং বাংলাদেশ খ্রিষ্টান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও ফুলের শুভেচ্ছা জানান। এসময় তাঁর সহধর্মিণী ড. রেবেকা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। -পিআইডি

ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করতে হবে : রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, সব ধর্মের মূল কথাই হচ্ছে মানুষের সেবা ও কল্যাণ। তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এ দেশে সব ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানাদি স্বাধীনভাবে ও আনন্দঘন পরিবেশে আবহমানকাল থেকেই পালন করে আসছে। একটি বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত এবং ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে হবে। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুরে বঙ্গভবনে শুভ বড়দিন উপলক্ষ্যে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন। এ উপলক্ষ্যে আমি

২এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিলো বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম কোনো দেশ হিসেবে প্রত্যেক নাগরিককে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির অধিকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলো বাংলাদেশ। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি নীতি উপদেষ্টা ফাইজ তাইয়্যেব এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নাগরিকদের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সব নাগরিককে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকার সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ২(ভ)-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের প্রণীত ?'সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট' থেকে বিতর্কিত সব ধারা বাদ দিয়ে ?'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪' খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে সরকার। অধ্যাদেশে প্রত্যেক নাগরিককে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির অধিকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অধ্যাদেশের ২(ভ)-তে ইন্টারনেট প্রাপ্তির এ অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর)

২-এর পাতায় দেখুন

এত দ্রুত নির্বাচনের জন্য এত মানুষ শহীদ হয়নি : আসিফ মাহমুদ

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : এত দ্রুত নির্বাচনের জন্য এত মানুষ শহীদ হয়নি। দেশের সংস্কার শেষে সরকার নির্বাচনের দিকে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা পরিষদ হলরুমে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণে এসে এসব কথা বলেন তিনি। গণ-অভ্যুত্থানে জেলার আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, আমরা আহতদের সঙ্গে বসে গল্প করেছি। তাদের চিকিৎসা নিশ্চিতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা তাদের চিকিৎসা নিশ্চিত করবো? উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, বিগত দিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো অবহেলিত ছিল। বর্তমান সরকার এসব জেলা-উপজেলাগুলোতে উন্নয়ন কার্যক্রম করবে। বালিয়াডাঙ্গী উপজেলাকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। সেইসঙ্গে উপজেলা লাইব্রেরি স্থাপনের জন্য ৫০ লাখ টাকার বরাদ্দ ঘোষণা দেন তিনি। সরকারি কর্মকর্তাদের ঠিকাদারির সঙ্গে জড়িতের বিষয়ে আসিফ মাহমুদ বলেন, দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি কর্মকর্তারা ঠিকাদারির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। এসব নিয়ে আমরা কাজ করবো। এসময় জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তফা সরদার শাহীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লিজা বেগম, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন বিশ্বাস, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খালেদা জিয়া লন্ডন যাচ্ছেন ৭ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য আগামী ৭ জানুয়ারি লন্ডন যাচ্ছেন। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) বিএনপির দায়িত্বশীল একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খালেদা জিয়ার সফরসঙ্গী ডক্টর এনামুল হক চৌধুরী জানান, ৭ জানুয়ারি লন্ডন যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। আপাতত সেখানেই চলবে চিকিৎসা। জানাগেছে, খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাতজন চিকিৎসকসহ ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল লন্ডন যাবেন। যার মধ্যে রয়েছেনড় বেগম জিয়ার প্রয়াত ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শর্মিলা রহমান, বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ডা. মো. এনামুল হক চৌধুরী, তাবিদ মোহাম্মদ আওয়াল, ফখরুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিক, মো.

২-এর পাতায় দেখুন

বছরের শুরুতে চাপে

শেষে ফুরফুরে বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : শেষ ভালো যার সব ভালো তার'- ২০২৪ সালটা যেন এমনই কেটেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বছরের শুরুতে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের নানা ধরনের চাপ মোকাবিলা করতে হিমশিম খেয়েছে বিএনপি। আর বছরের শেষভাগে এসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পতন হয়েছে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ ১৬ বছরের স্বৈরাচারী শাসন আমলের। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বর্তমানে দেশ গঠনের কাজে প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে বিএনপি। বছরের শুরুতে সরকারবিরোধী আন্দোলনে নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয় দলটি। তারই অংশ হিসেবে রাজধানীসহ সারা দেশে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, গণমিছিল, গণসংযোগ, মানববন্ধনসহ বিভিন্ন ধরনের গণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হন দলটির নেতাকর্মীরা। এতে আহত হন হাজার হাজার নেতাকর্মী। দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদেরও কারাবরণ করতে হয়। এসব কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় দলটিকে। তবে এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ হয় ৫ আগস্ট ছাত্র আন্দোলনে পতিত স্বৈরাচারী সরকার পতনের মধ্য দিয়ে। মূলত এরপর থেকেই ১৭ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ফুরফুরে অবস্থানে রয়েছে বিএনপি। যেখানে দলটির নেতাকর্মীদের আন্দোলন কর্মসূচিতে ঠিকভাবে পাওয়া যেত না, সেখানে এখন নেতাকর্মীদের দখলের রাজপথ থেকে অলিগলি। ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। দলীয় নেতাকর্মীদের রেখে ফ্যাসিস্ট তকমা পাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পালিয়ে যান ভারতে। এতে রাতারাতি পাল্টে যায় বিএনপির ভাগ্য। ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশে মুক্তি পান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। একই সঙ্গে কারাগার থেকে মুক্তি পান দলটির কয়েক হাজার নেতাকর্মী। বিভিন্ন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘ সময় বিদেশে অবস্থান নেওয়া দলটির নেতাকর্মীরাও দেশে ফিরতে থাকেন। দলটির পছন্দের লোকজন দায়িত্ব পান রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে। বলা যায়, আগামী দিনে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বিএনপি।

৭-এর পাতায় দেখুন

বইমেলায় স্টলের জন্য আবেদন করা যাবে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার স্টল বরাদ্দের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব ড. সরকার আমিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী প্রকৃত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে স্টলের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র অনলাইনে www.ba21book-fair.com এই ওয়েবসাইটে পূরণ করা যাবে। পুরোনো (২০২৪ সালের বইমেলায় অংশগ্রহণকারী) যেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পূর্বের আকারের (১, ২, ৩ ও ৪ ইউনিটের স্টল বা প্যাভিলিয়ন) স্টল পেতে আগ্রহী, তারা অনলাইনে ২৬

২-এর পাতায় দেখুন

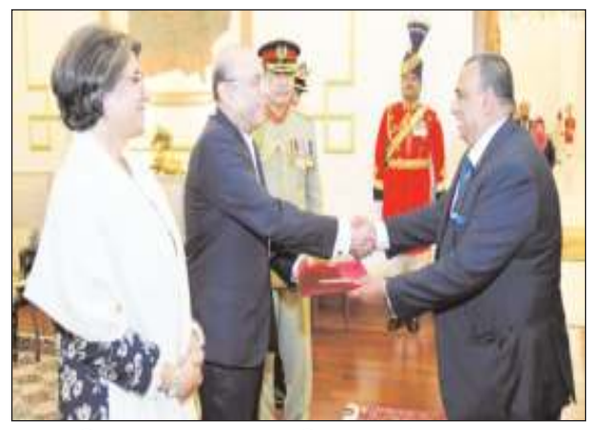

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশি দূতের পরিচয়পত্র পেশ

স্টাফ রিপোর্টার : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারির কাছে দেশটিতে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্ট কাছে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে পরিচয়পত্র পেশ করেন। বাংলাদেশ হাইকমিশন ইসলামাবাদ জানায়, ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্ট বাসভবন 'আইওয়ান-ই-সদর' এ ঐতিহ্যবাহী মর্যাদাপূর্ণ কূটনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। হাইকমিশনার রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে পৌছালে সেখানে পাকিস্তানের চিফ অব প্রটোকল তাকে অভ্যর্থনা জানান। প?রে সুসজ্জিত দৃষ্টিনন্দন অশ্ববাহিনী পরিবেষ্টিত ঘোড়ার গাড়িতে করে তাকে অভিবাদন মঞ্চে নিয়ে আসেন। সেখানে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল হাইকমিশনারকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। পরে হাইকমিশনার গার্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে হাইকমিশনার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারীর কাছে তার পরিচয়পত্র পেশ করেন। এ সময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, চিফ অব প্রটোকল এবং হাইকমিশনারের সহধর্মিণীসহ উপহাইকমিশনার ও প্রেস কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হাইকমিশনারকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সার্বিক সম্পর্ক জোরদার করার আহ্বান জানান এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। হাইকমিশনার প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান এবং দু'দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সফর বিনিময়সহ বহুমুখী সম্পর্ক উন্নয়নে তার সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন।

নানা আয়োজনে বড়দিন উদযাপন

স্টাফ পোর্টার : বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব 'বড়দিন'। খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিস্ট আজকের এই দিনে বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা এ দিনটিকে 'বড়দিন' হিসেবে উদ্?যাপন করে থাকে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করেন, সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রচারের মাধ্যমে মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতেই প্রভু যিশুর পৃথিবীতে আগমন ঘটেছিল। সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মানুসারীরাও এ দিন যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, আনন্দ-উৎসব ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে 'বড়দিন' উদ্?যাপন করছে। দিনটি উপলক্ষে বুধবার সরকারি ছুটি।বড়দিন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস খ্রিস্টধর্মাবলম্বীসহ সবার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে পৃথক বাণী দিয়েছেন। দিবসটি ঘিরে আজ আনন্দ-হাসি-গানে প্রাণ মিলবে প্রাণে এবং গির্জায় গির্জায় হবে প্রার্থনা। মানবতার কল্যাণে যিশু খ্রিস্টের শান্তির বাণী ছড়িয়ে যাবে অন্তরে অন্তরে। এছাড়া ক্রিসমাস ট্রি আর সান্তাক্লজের উপহারে মেতে উঠবে শিশুরা। ইত্যেমধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে দিনটি উপলক্ষে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। বিভিন্ন

২-এর পাতায় দেখুন

শীত আর পিঠা লতায়-পাতায় জড়িয়ে। অগ্রহায়ণে নতুন ধান ওঠার পর সেই ধানের চাল থেকে পিঠা তৈরি যুগের পর যুগ বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। নগরে ধান ওঠার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও প্রতিবছর শীতে ঢাকার ফুটপাতে নানা ধরনের পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। তবে কিছু পিঠা সারা বছরই বিক্রি হয় নগরীজুড়ে। ছবিটি বুধবার ঢাকার ফার্মগেট এলাকা থেকে তোলা।

রেমিট্যান্সের ডলার ১২৩ টাকার বেশি নয়

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সের ডলার ১২৩ টাকার বেশি দরে না কিনতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রবাসী আয়ের ঘোষিত দাম ছিল ১২০ টাকা। বাড়তি চাহিদা মেটাতে ব্যাংকগুলো ১২৬ থেকে ১২৭ টাকা দরে ডলার কেনা শুরু করে। এর প্রভাব পড়ে খোলা বাজারেও, ডলারের দাম ১২৮ টাকা ছাড়িয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গত মঙ্গলবার মৌখিক এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এ তথ্য একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগ সূত্রের। এবার প্রবাসী আয়ের ডলারের দাম আনুষ্ঠানিকভাবে ১২০ টাকা থেকে ১২৩ টাকা হলো। একইসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ডলারের দাম প্রথমবারের মতো বাড়ল। ডিসেম্বরের মধ্যে আমদানি দায় পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়ার পর এক মাস ধরে ডলারের বাজার আবার অস্থিরতা শুরু হয়। কিছু

২-এর পাতায় দেখুন

সংস্কারের নামে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকলে মানুষ গ্রহণ করবে না : ড. রিপন

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন বলেছেন, সংস্কারের কথা বলে সংস্কারের প্রক্রিয়াকে সরকার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। তারা শেখ হাসিনার পথ অনুসরণ করে বিচারক নিয়োগ করছেন, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেছেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনে লোক নিয়োগ করেছেন। এ সরকার কতটুকু সংস্কার করতে চায় জানি না। কিন্তু সংস্কারের নামে বছরের পর বছর ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে চাইলে বাংলাদেশের মানুষ সেটা গ্রহণ করবে না। বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে জিয়া শিশু-কিশোর মেলা কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) সাবেক আহ্বায়ক জাহিদ হোসেন চুন্নুর ২৯তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এ আয়োজন করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ করে আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, সরকার সংস্কারের কথা বলে। কিন্তু সরকার ইতোমধ্যে সংস্কারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ মিস করেছে। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করার ক্ষেত্রে সংস্কারের যে উদ্যোগ সেখানে তারা ভুল করেছে। নির্বাচনের কোনও তারিখ দেননি, কিন্তু নির্বাচন কমিশন গঠন করে বসলেন। অথচ নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত কোনও সংস্কারের প্রতিবেদনই আসেনি। দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়ে আলোচনা হওয়ার প্রথম রিপোর্ট পেশ করার আগেই সরকার দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করে বসলেন। বিচার বিভাগে ২৩ জন বিচারপতি নিয়োগ করে বসলেন। শেখ হাসিনা যে পদ্ধতিতে বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই এই সরকার বিচারক নিয়োগ দেন। আমরা চেয়েছিলাম সংস্কারের মধ্যে দিয়ে বিচারক নিয়োগের প্রক্রিয়া তৈরি হবে। কিন্তু সরকার সেটি করেনি। তিনি বলেন, ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বলতম সরকার হলো, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার। একটা দুর্বল সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকলে, দেশের

২-এর পাতায় দেখুন

৩ ব্রোকারেজ হাউসের কার্যক্রম তদন্তে কমিটি গঠন করল বিএসইসি

স্টাফ রিপোর্টার : পুঁজিবাজারের সদস্য ভুক্ত তিনটি ব্রোকারেজ হাউসের সার্বিক কার্যক্রম তদন্তে কমিটি গঠন করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। বিএসইসি সূত্রে এতথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে অসঙ্গতি খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত তদন্ত কমিটিকে আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিএসইসিতে দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়ে। ব্রোকারেজ হাউসগুলোর নাম হলো- পিএফআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং- ৭৯), প্রিমিয়ার ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং- ২৩৬) এবং শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং- ৩)। জানা গেছে, তদন্ত কমিটি ব্রোকারেজ হাউসগুলোর মার্জিন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা, নেগেটিভ ইক্যুইটিসহ বেনি-ফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্টের সংখ্যা, নেতিবাচক ইক্যুইটি কেন বাড়ছে ও এর জন্য

২-এর পাতায় দেখুন

তরুণদের মাঝে বাড়ছে ভুয়া সংবাদ গ্রহণের প্রবণতা

- ভুয়া সংবাদের প্রধান উৎস সামাজিক মাধ্যম
- ভুয়া তথ্যের কারণে বাড়ছে বিভ্রান্তি
- সচেতনতার বিকল্প নেই
- প্রয়োজন আইনের কঠোরতা

স্টাফ রিপোর্টার : তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে তরুণ সমাজ তথ্যের স্রোতে ভাসছে। দ্রুতগতির ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়ার সহজলভ্যতায় প্রতিদিন নানা তথ্য ও সংবাদে ঘুরে বেড়ান তারা। তবে এই সুবিধার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভুয়া সংবাদ বা বিভ্রান্তিকর তথ্য গ্রহণের প্রবণতাড় যা তরুণদের ভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কীভাবে তরুণরা এই ফাঁদে পা দিচ্ছে এবং এ থেকে বের হওয়ার পথ কীড়এই প্রশ্নই এখন জরুরি হয়ে উঠেছে। ভুয়া সংবাদ প্রচারে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব তরুণরা মূলত বিনোদন এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো ব্যবহার করলেও ধীরে ধীরে এটি তাদের সংবাদ জানার প্রধান উৎস হয়ে উঠছে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব এবং টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মে তারা যেকোনও বিষয়ের দ্রুত আপডেট পায়। এছাড়া অনলাইন ও ছাপা পত্রিকাগুলোও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের সংবাদ পাঠকদের কাছে পৌছায়। তবে এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে খবরের সত্যতা যাচাইয়ের তেমন সুযোগ থাকে না। ক্লিকবাইট শিরোনাম, বিভ্রান্তিকর পোস্ট এবং ভাইরাল মিমের মাধ্যমে ভুয়া তথ্য ছড়ানো সহজ হয়ে গেছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার তরুণদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাদের বেশিরভাগই কাগজের পত্রিকা পড়েন না। সামাজিক মাধ্যম ঘুরতে ঘুরতে তারা বিভিন্ন মাধ্যমে নিউজ দেখতে পান। তরুণদের মধ্যে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন, তারা যাচাই-বাছাই করে বিভিন্ন গণমাধ্যমের পেজ থেকে সংবাদ পাঠ করেন। আবার সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী তরুণদের একটা অংশ বিশেষ কোনও গণমাধ্যমের অফিসিয়াল পেজ ফলো করেন না। সাজেশনে যা আছে তাই দেখেন। এক্ষেত্রে তারা কোন পত্রিকা থেকে সংবাদ পড়ছেন, সে ব্যাপারে সচেতন না। অনেক ক্ষেত্রে অসচেতনতার কারণে তরুণরা কেবল শিরোনাম দেখে খবরের সত্যতা যাচাই না করেই তা বিশ্বাস করেন। অনেক তরুণ আবার মনে করেন, পরিচিত কেউ কোনও তথ্য শেয়ার করলে তা সত্য হতে বাধ্য। এদিকে ফেসবুক অ্যালগরিদম অনুযায়ী, ক্লিকবাইট শিরোনামের যেকোনও সংবাদড়তা সত্য কিংবা মিথ্যা যাই হোক ব্যবহারকারীদের কাছে সেটি বেশি পৌছায়। ওই সব নিউজে বেশি লাইক এবং কমেন্টের কারণেও অনেক তরুণ তা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন। সম্প্রতি গণমাধ্যমগুলোর সংবাদভিত্তিক কার্ড শেয়ারের ফলে তা বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হিসেবে পরিচিত পেয়েছে। তাই অনেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসব কার্ডের নকশা নকল করে

২-এর পাতায় দেখুন

পাঁচ দিন পরে ফিরেছেন সহ-সমন্বয়ক খালেদ

স্টাফ রিপোর্টার : গত শুক্রবার নিখোঁজের পর গত মঙ্গলবার রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহ-সমন্বয়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী খালেদ হাসান তার হলে ফিরে এসেছেন। তাকে 'গুম করা হয়েছিল' বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল কাদের। গতকাল বুধবার গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান তিনি। তবে নিখোঁজ হওয়া খালেদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তারা জানান, খালেদের মানসিক অবস্থা ভালো না। সে কিছুটা ভীত অবস্থায় রয়েছেন। মানসিকভাবে স্থির হলে তার কাছে সব তথ্য জানা যাবে। এখন তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আব্দুল কাদের বলেন, খালেদ ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারছে না। আমি তার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলে, সে আমাকে তার গুম হওয়ার ঘটনা জানায়। খালেদের ভাষ্যমতে, শুক্রবার বিকালের দিকে টিএসসি থেকে রিকশায় করে দোয়েল চত্বরের দিকে যাওয়ার সময় রিকশাতেই অজ্ঞাত

২-এর পাতায় দেখুন

চার বিভাগে দিনেও বাড়বে শীত

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। এতে ঢাকাসহ চার বিভাগে কমবে দিনের তাপমাত্রা। গতকাল বুধবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমুল হক জানিয়েছেন, উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ বিহার ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এছাড়া দেশের অন্যত্র তা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত অ

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১১ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের আহ্বান টিআইবি সদস্যদের

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : কর্তৃত্ববাদী শক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে একটি সুশাসিত, অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সেই সুযোগকে বাস্তবে রূপ দিতে সরকার, রাজনৈতিক দল, জনসাধারণ ও তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে শিক্ষার্থীসহ সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে জড়িত সদস্যগণ। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যেসব শিক্ষার্থী-জনতা নিহত ও আহত হয়েছেন, দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন সেই সকল ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব ঘটনার জবাবদিহি ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতেরও জোর দাবি জানিয়েছেন টিআইবি সদস্যবৃন্দ। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের সঞ্চালনায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার ৪৫ জন সদস্যের অংশগ্রহণে 'বার্ষিক সভাটি' টিআইবির ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন টিআইবি সদস্য মোহাম্মদ ইলিয়াস খান।

সভায় উপস্থাপিত সদস্যগণ টিআইবি পরিচালিত গবেষণা, অধিপরামর্শমূলক ও প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক হিসাবের সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য এবং সার্বিক কার্যক্রমের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভা শেষে এক ঘোষণাপত্রে বলা হয়, দেশের স্বাধীকার থেকে শুরু করে সর্বশেষ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশ যেভাবে একসঙ্গে লড়েছে, একটি সুশাসিত ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেই বন্ধন যেন সুদৃঢ় ও অটুট থাকে, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। একইসঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত হামলার ঘটনা ২-এর পাতায় দেখুন

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের

স্টাফ রিপোর্টার : উপসচিব পদে পদোন্নতিতে প্রশাসন ক্যাডারের বিদ্যমান কোটা কমাতে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত এবং কর্মরত কর্মকর্তাদের যৌথ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এসময় জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনকে ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ মনজুর আহমেদ চৌধুরী। জাতীয় নদী রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান মনজুর এ চৌধুরী বলেন, কোটা প্রথার জন্য এতো আন্দোলন হলো, এতোগুলো জীবন চলে গেল। সেই কোটা প্রথা রয়ে গেল। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কোটা প্রথা থাকা উচিৎ না। প্রশাসনের ভেতরে দ্বন্দ্ব যাতে না থাকে সেই উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, সংস্কার কমিশন প্রশাসনের ভেতরে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রভাব মুক্ত নিয়ে কোনো কথা বলেনি। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনকে ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশন হয়ে গেছে। কমিশনগুলোয় শুধু কালক্ষেপণের পায়তারা হচ্ছে। মনজুর এ চৌধুরী আরও বলেন, প্রশাসনকে কি রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করতে পেরেছেন? একটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রকে এতো বড় একটা স্থানে কেন নেওয়া হলো। যদি চাপিয়েই দেওয়া হয় তাহলে মুয়ীদ সাহেব সেটা অস্বীকার করতে পারতো। কিন্তু তিনি সেটা করেনি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আপনারা অনেকেই জানেন চাঁদপুরের একটি ঘটনা। সেখানে বালুখেকো একটি গ্রুপকে নিয়ন্ত্রণ করতে সেখানের জেলা প্রশাসক, ৭-এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসকদের আরও বেশি মানবিক হতে হবে: ডা. শফিকুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : স্বাস্থ্যসেবায় চিকিৎসকদের আরও বেশি মানবিক হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, চিকিৎসকদের চিকিৎসক হয়ে ওঠার পেছনে শুধু বাবা-মা আর নিজের মেধা নয়, একজন ভিক্ষুকেরও অবদান রয়েছে। ভিক্ষুকদের থেকেও ট্যাক্স নেওয়া হয়। সবার ট্যাক্স একই জায়গায় যায়। আর যে প্রাইমারি স্কুল থেকে পড়া (শুরু) হয়, সেখানকার ইট-বালুকনাও সবার ট্যাক্সে তৈরি। তাদের প্রতিও আমাদের চিকিৎসকদের ঋণ আছে। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম (এনডিএফ) আয়োজিত জাতীয় চিকিৎসক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, মানুষের সেবার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া সহজ হয়, এজন্য চিকিৎসকদেরই মানবিক বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। দেশের চিকিৎসা এগিয়ে গেলেও ওষুধের কাঁচামালে এখনো আমদানি নির্ভরশীল। এজন্য একদল মানুষকে গবেষণায় নিজেদের কোরবানি দেওয়ারও আহ্বান জানান জামায়াত আমির। জামায়াত আমির বলেন, যে কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই, সেটি গড়তে চিকিৎসকদের বড় বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ, অন্যদের চেয়ে তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। সেবার মাধ্যমে সেটি করতে হবে। এর মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, এনডিএফের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন আসবে, এটা আমার বিশ্বাস। চিকিৎসকদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। কারণ, গবেষণার বিকল্প নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

তিনি বলেন, আমাদের স্মার্ট সার্ভিস উপহার দিতে হবে। সেবাপ্রত্যাশীদের যথাযথ সম্মান দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আপনার-আমার আজকের এ অবস্থানে আসার পেছনে শুধু বাবার টাকাই নয়, খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষেরও টাকা রয়েছে। রাষ্ট্রের ট্যাক্সের টাকা ধনি-গরিব সব একসঙ্গে রাখা হয়, প্রতিটি অকাঠামোর ইট-পাথরে খেটে খাওয়া মানুষের ঘাম লেগে আছে। এজন্য একটা মানবিক দেশ গড়তে চাই আমরা। যেখানে পথ দেখাতে হবে চিকিৎসকদের। জামায়াত আমির আরও বলেন, চিকিৎসকদের জ্ঞানের রাজ্যে শ্রেষ্ঠ হতে হবে, এজন্য বেশি বেশি পড়াশোনা ও কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। যে জাতি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় যত এগিয়ে, সে ততটাই সভ্য।

সংস্কার কমিশনকে ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত : মনজুর এ চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার : জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনকে ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ মনজুর আহমেদ চৌধুরী। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর ইস্কাটনে বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে জনপ্রশাসন সংস্কারকে ভিন্নপথে পরিচালিত করে দেশকে অস্থিতিশীল করার গভীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় উপসচিব থেকে তদূর্ধ্ব পদে প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া বাকি ২৫ ক্যাডারদের ৫০ শতাংশ কোটা ইস্যুতে তিনি এমন মন্তব্য করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান মনজুর এ চৌধুরী বলেন, কোটা প্রথার জন্য এতো আন্দোলন হলো, এতোগুলো জীবন চলে গেল। সেই কোটা প্রথা রয়ে গেল। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কোটা প্রথা থাকা উচিৎ ৭-এর পাতায় দেখুন

কাজাখস্তানে যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত বহু হতাহতের আশঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাখস্তানে একটি যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে বহুসংখ্যক যাত্রী হতাহত হয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কাজাখস্তানের জরুরি পরিষেবা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছ বার্তাসংস্থা রয়টার্স। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়ে ভূমিতে পড়ার পর তাতে আগুন ধরে যায়। জরুরি পরিষেবা বিভাগের কর্মীরা সেই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছেন। সেই সঙ্গে উড়োজাহাজটিতে জীবিত কেউ রয়েছেন কি নাড় সেই সন্ধানও শুরু হয়েছে। কারণ ধারণা করা হচ্ছে যে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিমানটিতে এখনও কয়েকজন জীবিত রয়েছেন। রাশিয়ার কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের সেই উড়োজাহাজটি আজারবাইজানের রাজধানী বাকু থেকে রাশিয়ার চেচনিয়া প্রদেশের রাজধানী গ্রোজনির দিকে রওনা হয়েছিল। তবে গ্রোজনিতে ব্যাপক কুয়াশার কারণে বিমানবন্দরের রানওয়ে অস্পষ্ট হওয়ায় ফের বাকুর দিকে ফিরে আসছিল বিমানটি, পথে কাজাখস্তানের আকটাউ শহরের আকাশে থাকার সময় সেটি বিধ্বস্ত হয়ে

ধসে পড়ে। এ ব্যাপারে আরও তথ্য জানতে আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রয়টার্স, তবে এয়ারলাইন্সের

অবৈধ সম্পদের মামলায় আসামি সাবেক প্রতিমন্ত্রী স্বপন ও এমপি মনসুর

স্টাফ রিপোর্টার : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য ও রাজশাহী-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ডা. মো. মনসুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এছাড়া স্বামীর দুর্নীতির অর্থে সম্পদশালী হয়ে আসামি হয়েছেন স্বপন ভট্টাচার্যের স্ত্রী তন্দ্রা ভট্টাচার্য। মামলার বিষয়গুলো নিশ্চিত করেন দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, স্বপন ভট্টাচার্য অসৎ উদ্দেশ্যে নিজ স্বার্থে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য সরকারের দায়িত্বশীল পদে থেকে অবৈধ উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ ২ কোটি ৪৮ লাখ ৭১ হাজার ১৫১ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ৭-এর পাতায় দেখুন

মির্জা ফখরুলের সঙ্গে খেলাফত মজলিস নেতাদের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে খেলাফত মজলিসের একটি প্রতিনিধিদল। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয়। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ২৮ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে খেলাফত মজলিসের সাধারণ পরিষদের দ্বাদশ অধিবেশন হবে। সেই অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানাতে খেলাফত মজলিসের প্রতিনিধিদল গুলশানে এসেছিলেন। এ সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করা সবারই দায়িত্ব। খেলাফত মজলিস ইসলামী মূল্যবোধকে রক্ষা করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মির্জা ফখরুল। খেলাফত মজলিসের ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন খেলাফত মজলিসের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল কাদের।

ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সভাপতি হলেন সালাহউদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা মহানগর উত্তরের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংগঠনের প্যাডে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছিরের সাক্ষরিত কমিটিতে মো. সালাহউদ্দিন আহমেদকে সভাপতি ও মাহফুজুর রহমান লিপকনকে সাধারণ সম্পাদক করে অনুমোদন দেওয়া হয়। মো. সালাহউদ্দিন আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত? তেজগাঁও কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তেজগাঁও কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি, এজিএস ও ৭-এর পাতায় দেখুন

শীতে সিলেটে পর্যটক বেড়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ঘুরতে আসছেন পর্যটকেরা। শহরের পাশের চা-বাগানগুলোতেও ভিড় করছেন অনেকেই। মালনীছড়া চা-বাগান, সিলেট।

চট্টগ্রাম মেডিকেলে তিন বছর ধরে নষ্ট এনজিওগ্রাম মেশিন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগে রোগীর চাপ বাড়ায় সেবা পেতে ভোগান্তিতে পড়ছেন রোগী ও স্বজনরা। রোগী বাড়ার কারণে চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের। বিশেষ করে হৃদরোগ বিভাগের দুটি এনজিওগ্রাম মেশিনের একটি তিন বছরের বেশি সময় ধরে নষ্ট থাকায় জরুরি সেবা পাচ্ছেন না অনেক রোগী। এমন পরিস্থিতিতে বিত্তবানরা বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিকে চিকিৎসা নিলেও বিপাকে পড়েছেন দরিদ্র রোগীরা। মাসের পর মাস অপেক্ষা করেও অনেক রোগী এনজিওগ্রাম কিংবা রিং লাগাতে পারছেন না। সংশ্লিষ্টরা জানান, ১৯৯৮ সালে চমেক হাসপাতালে মাত্র ৬টি শয্যা নিয়ে চালু হয় হৃদরোগ বিভাগ। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে সেটি ১৬০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। তবে বর্তমানে অধিকাংশ ৭-এর পাতায় দেখুন

জাহাজের ৭ জনকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে কুপিয়ে হত্যা: র‍্যাব

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরে মেঘনায় সারবাহী কার্গো জাহাজ এমভি আল বাখেরার সাত স্টাফকে চেতনানাশক কিছু খাইয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে নৌপুলিশ। এদিকে একই দাবি করছে র‍্যাবও। এই ঘটনায় আকাশ মন্ডল ওরফে ইরফান নামে একজনকে বাগেরহাটের চিতলমারী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১১ এর সদস্যরা। এই ঘটনায় গত মঙ্গলবার রাতে হাইমচর থানায় অজ্ঞাত ডাকাত দলের বিরুদ্ধে মামলা করেন জাহাজের মালিক মাহাবুব মোর্শেদ। ওই মামলার এজাহারে তিনি এই আকাশ মন্ডল ওরফে ইরফানের নাম উল্লেখ করেন। এতে বলা হয়, আহত জুয়েল জানিয়েছেন, জাহাজে নবম ব্যক্তি হিসেবে ইরফানও ছিল। র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে বেতন ভাতা না পাওয়া ও দুর্ব্যবহারের ক্ষোভ থেকে আকাশ মন্ডল ইরফান জাহাজের মাস্টার গোলাম কিবরিয়াসহ সবাইকে হত্যা করে। ইরফান জাহাজের সুকানির সঙ্গে ৭-এর পাতায় দেখুন

কলকাতার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন পি কে হালদার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাংলাদেশ থেকে তিন হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচারের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদার পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কলকাতার আলিপুরের প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পান তিনি। এর আগে গত শুক্রবার ১০ লাখ রুপি বন্ডের বিনিময়ে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের অন্তর্গত নগর দায়রা আদালত হালদারসহ তিনজনকে জামিন মঞ্জুর করেন। জামিন পাওয়া অন্য দুজন হলেনড় পিকে হালদারের সহযোগী স্বপন মিস্ত্রি এবং উত্তম মিস্ত্রি। তবে তাদের শর্ত দেওয়া হয়েছে, মামলা চলাকালীন নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিতে হবে। আগামী ৯ জানুয়ারি আদালতে তাদের হাজির হওয়ার কথা রয়েছে। ২০২২ সালের ১৪ মে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বৈদিক ভিলেজ থেকে ৭-এর পাতায় দেখুন

দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মুরগি ব্যবসায়ী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর লালবাগের নবাবগঞ্জ মসজিদ এলাকায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে হুসাইন শুভ (৩৫) নামে এক মুরগি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল ৭টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১০২ নম্বর ওয়ার্ডে তার মৃত্যু হয়। গত সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে ১০২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। নিহতের ভাই শাহাদাত হোসেন জানান, লালবাগের নবাবগঞ্জ এলাকায় মুরগির ব্যবসা করেন শুভ। ওই রাতে বাসায় ফেরার সময় দুর্বৃত্তরা তাকে ছুরিকাঘাতে করে রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। পরে খবর পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। তিনি আরও জানান, তাদের বাসা লালবাগ নবাবগঞ্জের ৬০ নং ডুরি আঙ্গুর লেন এলাকায়। তারা চার ভাইবোন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ৭-এর পাতায় দেখুন

মোংলায় ডায়রিয়ার প্রকোপ

২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি ৫০ রোগী

মোংলা প্রতিনিধি : বাগেরহাটের মোংলায় হঠাৎ বেড়েছে ডায়রিয়ার প্রকোপ। গত ২৪ ঘণ্টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন অন্তত ৫০ জন। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন আরও অনেকেই। হঠাৎ করে ডায়রিয়া রোগীর চাপ বাড়ায় ৫০ শয্যার এ হাসপাতালের ফ্লোরে জায়গা হচ্ছে রোগীদের। তবে রোগীদের সাধ্যমতো সেবা দিয়ে যাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. শাহীন জানান, হঠাৎ করেই বেড়েছে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় এ রোগে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন ৫০ জন রোগী। এ সকল রোগীর মধ্যে রয়েছেন শিশু ও বয়স্করাও। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের রয়েছে পাতলা পায়খানা, পেটব্যথা ও বমির মতো উপসর্গ। ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার এক-দুইদিন পর হাসপাতালে আসেন এসব রোগীরা। হাসপাতালে ভর্তি হলেও এখনো অনেকেরই শারীরিক অবস্থার তেমন উন্নতি ঘটেনি। রোগীদের ভিড়ে বাড়তি চাপে রয়েছেন হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা। দেখা দিয়েছে চরম শয্যা সংকট। ফলে হাসপাতালের মেঝেতে থেকে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে রোগীদের। হাসপাতালে ভর্তি রোগী মানিকের (১৪) মা আমেনা বেগম জানান, হঠাৎ ভোর থেকে পেটে ব্যথা ও বমির পাশাপাশি পাতলা পায়খানায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তার ছেলে। পরে সকালে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। এখন অবস্থা কিছুটা ৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে নিজ দলের নেতাকর্মীদের হামলায় ছাত্রদল নেতা নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সন্ত্রাসীদের হামলায় কাঞ্চন পৌর ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক পাভেল মিয়া (৩০) নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার কাঞ্চন পৌর কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত পাভেল মিয়া কাঞ্চন পৌরসভার কৃষ্ণনগর এলাকার ইদ্রিস আলীর ছেলে। সহকারী পুলিশ সুপার মেহেদী ইসলাম জানান, রাত ৯টার দিকে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাঞ্চন পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আমিনুল ইসলাম স্বপনের সঙ্গে পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বায়েজিদের সঙ্গে মোবাইলে বাগবিতণ্ডা হয়। এর জেরে রাত ১০টার দিকে বিএনপি নেতা বায়েজিদ, জাহাঙ্গীরসহ তার লোকজন নিয়ে স্বপনকে পৌরসভার সামনে খুঁজতে আসেন। তিনি জানান, তাকে না পেয়ে পৌর কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কাঞ্চন পৌর ছাত্রদলের সাবেক ৭-এর পাতায় দেখুন

সরবরাহে বাড়ছে চায়ের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : কয়েক মাস বাগানগুলোর টানা কম সরবরাহে বাড়ছে চায়ের দাম। বিগত ২০২৩ সালের ৩১তম নিলামে বাগানগুলো ৪৩ লাখ ৬১ হাজার ৫৫৯ কেজি চা সরবরাহ করেছিল। আর অতিসম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিলামে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৩২ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৫ কেজি। দেশের প্রধান চা নিলাম কেন্দ্র চট্টগ্রাম। আন্তর্জাতিক এ নিলাম কেন্দ্রে টানা ১৪ সপ্তাহ ধরে চা সরবরাহ কমেছে। মূলত বৈরী আবহাওয়ায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বাগান মালিকরা নিলামে কম চা পাঠাচ্ছে। চা বোর্ড ও ব্রোকার্স প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বাংলাদেশ গত বছর রেকর্ড ১০ কোটি ২৯ লাখ ১৮ হাজার কেজি চা উৎপাদন করে। যদিও ওই বছর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ কোটি ২০ লাখ টন। আর চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত পণ্যটির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কমেছে অনেক। ১০ কোটি ৮০ লাখ কেজি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৬৬ লাখ ৭৩ হাজার কেজি। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে ১৬৮টি চা বাগান ও ক্ষুদ্রায়তন বাগান মালিকদের অক্টোবর-ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ কোটি ১৩ লাখ ২৭ হাজার কেজি চা উৎপাদন করতে হবে। গত সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ১৮তম নিলামে চা সরবরাহ হয়েছিল ৭১ হাজার ২৯১ প্যাকেটে (প্রতি প্যাকেটে ৫০ কেজি) ৩৫ লাখ ৫৭ হাজার ৪২০ কেজি। আর আগের বছরের একই নিলামে ৬৯ হাজার ৪৫১ প্যাকেটে ৩৪ লাখ ৬৫ হাজার ৬০৫ কেজি চা সরবরাহ করা হয়েছিল। নিলাম বাজারে জুন থেকে বর্ষা মৌসুমে উৎপাদন ভালো হওয়ার প্রভাব পড়েছিল। এরপর সর্বশেষ ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪টি সাপ্তাহিক নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি নিলামেই আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কম চা সরবরাহ হয়েছে। সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রে বাগানগুলো দেশের ৯০-৯৫ শতাংশ চা সরবরাহ করে। কিন্তু এবারই প্রথম টানা ১৪টি নিলামে চা সরবরাহ নিম্নমুখী হওয়ার নজির সৃষ্টি হয়েছে। চা চাষের জন্য পরিমিত বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। চলতি বছর বর্ষায় নিয়মিত বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে বেশি ভারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এ কারণে উৎপাদন কমে যাওয়ায় নিলাম ও খুচরা-পাইকারি বাজারে চায়ের সরবরাহ কমেছে। ফলে সামনের দিনগুলোয় পণ্যটির দাম বাড়তে পারে। এদিকে এ বিষয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় চা ব্রোকার্স প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ব্রোকার্সের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক অঞ্জন দেব বর্মণ জানান, 'চলতি বছরের আবহাওয়া চা চাষের উপযোগী ছিল না। যা পণ্যটির নিলাম বাজারেও প্রভাব ফেলেছে। কয়েক মাস ধরে প্রতিটি নিলামেই আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বাগানগুলো কম চা সরবরাহ করছে। ফলে দামও কিছুটা বেশি। অন্যদিকে এ বিষয়ে বাংলাদেশের চা সংসদের সভাপতি কামরান তানভিরুর ইসলাম জানান, এদেশে চা উৎপাদন প্রকৃতিনির্ভর। এ বছর আশানুরূপ বৃষ্টি না হওয়ায় উৎপাদনে পিছিয়ে পড়েছে বাগানগুলো। তবে গত কয়েক বছরের বাড়তি চা থাকায় দেশে সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা কম। কোনো বছর উৎপাদন কম হলেও অন্য বছরগুলোয় বাড়তি উৎপাদনের মাধ্যমে ওই ঘাটতি পুষিয়ে নেয়া যায়। আর দেশের বাগানগুলো দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন খরচের তুলনায় কম দামে চা বিক্রি করে লোকসানের মুখে পড়ছে। তবে চলতি বছর সরবরাহ কম থাকায় তা পুষিয়ে নিতে পারবে।

রাজধানীতে ট্রাকের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানার সামনে দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয়ের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তার বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। গত মঙ্গলবার রাত সোয়া ১টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে ভোরের দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ওই ব্যক্তিকে নিয়ে আসা পথচারী মো. গোলাম রব্বানী জানান, উত্তরা পূ

খালিদকে দেখতে হাসাপাতালে ঢাবি

কথা বলতে পারছেন না। নিখোঁজ হওয়ার চার দিন পর গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ফিরে আসেন তিনি। হলে ফিরে আসার পর রাতেই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চার বিভাগে দিনেও বাড়বে শীত

পড়তে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিন সময়ের শেষের দিকে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে। গতকাল বুধবার সারাদেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেঁতুলিয়ায় ৯ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পাঁচ দিন পরে ফিরেছেন সহ-সমন্বয়ক

কারণে জ্ঞান হারায় সে। পরবর্তী সময়ে সে যখন জ্ঞান ফিরে পায়, নিজেকে সুনামগঞ্জের একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে মাইক্রোবাসে দেখতে পায়। এসময় তারসঙ্গে আরও দুই-তিন জন ছিল। পরবর্তী সময়ে সে আবারও জ্ঞান হারায়। দ্বিতীয়বার যখন খালেদ জ্ঞান ফিরে পায়, তখন সে নিজেকে পঞ্চগড়ের কোনও একটা জায়গায় দেখতে পায় বলে জানান আবদুল কাদের। তিনি বলেন, খালেদ একটা মাইক্রোবাসে ছিল, সেটি তখনও চলমান ছিল। তৃতীয়বার যখন তার জ্ঞান ফেরে তখন সে নিজেকে বরিশালের এক রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে। পরে তাকে কেউ একজন গাড়িতে তুলে দিলে সে ঢাকায় পৌঁছে হলে ফিরে আসে 'খালেদের মানসিক অবস্থা ভালো না' জানিয়ে এই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সাবেক সমন্বয়ক আব্দুল কাদের বলেন, কাউকে কিছু বলতে পারছে না। আমরা তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ফারুক শাহ এ বিষয়ে বলেন, আমি খালেদের সঙ্গে কথা বলেছি। সে কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে বলতে পারছে না। তাকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছিল। পরে আমি ডাক্তার নিয়ে আসলে তার ব্লাড প্রেশার বেড়েছে বলে ডাক্তার জানায়। এখন তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুস্থ হলে সে সবাইকে ঘটনা বিস্তারিত বলতে পারবে। প্রসঙ্গত, খালেদ হাসান গত শুক্রবার থেকে নিখোঁজ বলে জানিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। সে সময় সমন্বয়কদের পক্ষ থেকে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার রাতে খালেদ তার বন্ধু ওমর ফারুকসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশ এলাকায় ঘোরাফেরা করেন। পরদিন শুক্রবার ভোর ৫টার সময় তিনি পূর্বাচল জলসিঁড়ি আবাসিক এলাকায় ২১ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেন। ম্যারাথন শেষে বন্ধুকে ফার্মগেট এলাকায় নামিয়ে দিয়ে খালেদ সকাল ১০টা ৪৩ মিনিটে নিজের মোটরসাইকেলে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। হলে থাকা সিসি ক্যামেরায় তা দেখা গেছে। এতে আরও দেখা যায়, খালেদ গত শুক্রবার সকাল ১০টা ১৭ মিনিটে সর্বশেষ তার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেন, যিনি ঢাকার বাইরে আছেন। তার কক্ষের দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে বন্ধুরা তালা খুলে কক্ষে তার ব্যবহৃত একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন পান।

তরুণদের মাঝে বাড়ছে ভুয়া

ভুয়া তথ্য ছড়ানড়্যা অনেক তরুণ বিশ্বাস করে শেয়ারও করে থাকেন।
বিভিন্ন অপরিচিত নিউজ পোর্টাল এবং ভুয়া কার্ডের লাইক ও কমেন্ট করা শতাধিক ব্যক্তির প্রোফাইল ঘুরে দেখা যায়ড়তাদের বেশিরভাগ প্রোফাইলে ঢাকার বাইরের ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে। এদের মধ্যে শিক্ষিত তরুণের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। তরুণদের কাছে গণমাধ্যমের চেয়ে বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সারের ভিডিও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তারা ইনফ্লুয়েন্সারদের বক্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে নেন। এক্ষেত্রে কোনও কোনও ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য বা ঘৃণা ছড়ানোর নজিরও রয়েছে। ভুয়া তথ্যের কারণে বাড়ছে বিভ্রান্তি ভুয়া খবরের এই প্রবণতা তরুণ সমাজের মানসিকতা ও সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ভুল তথ্য বিশ্বাস করে অনেক সময় তরুণরা সমাজে ভুল ধারণা ছড়াচ্ছে বা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। প্রায়শ বিভ্রান্তি ও মিথ্যা ক্যাপশনের কারণে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে পর্যন্ত জড়ানোর খবর পাওয়া যায়। তরুণদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যে ধরনের তথ্য তাদের মানসিকভাবে নাড়া দেয়, তা যাচাই ছাড়াই তারা শেয়ার করেন। মিরপুরের বাসিন্দা মো. আরিফুল বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তিনি বলেন, 'যে সংবাদ আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়, সেটাই আমি শেয়ার করি। নিউজের সোর্স খেয়াল করা হয় না।'
অনেক তরুণের মতে, সব গণমাধ্যম সব সত্য তথ্য দেয় না। তাই সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্তিসূত্রে পাওয়া বা শেয়ার হওয়া তথ্যকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন তারা। এ বিষয়ে পল্টনের এক দোকানি সোহাগ ইসলাম বলেন, 'সব খবর তো আর পত্রিকাতে আসে না। আর পত্রিকাগুলো নিজেদের স্বার্থের বাইরে কোনও নিউজ দেয় না। এর চেয়ে মানুষজন সামনে যা দেখে, তাই লাইভ দেয়, ওটাই সত্য মনে হয়।' অনেক তরুণ আবার সংবাদ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সচেতনতা বজায় রাখেন। তারা পরিচিত নিউজ পোর্টাল ছাড়া কোনও সংবাদ পড়েন না। বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু ইহসান বলেন, 'সামাজিক মাধ্যম নিয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে কারও ভুল করার কথা না। আমরা যা দেখতে চাই, তাই দেখতে পাবো। আর এখন তো অনেক ফ্যাক্ট চেকিং সংস্থা তৈরি হয়েছে। সেগুলোও ফলো করা যেতে পারে। এখন কেউ যদি এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, তাহলে সে ইচ্ছে করেই সচেতন হচ্ছে না, বা সচেতন থাকলেও ইচ্ছে করে ভুয়া নিউজ ছড়ায়। আমাদের উচিত পরিচিত নিউজ পোর্টাল থেকে সংবাদ দেখা।' সচেতনতার বিকল্প নেই, প্রয়োজন আইনের কঠোরতা
তরুণ সমাজকে সামাজিক মাধ্যমের ভুয়া তথ্য থেকে বিরত রাখতে সচেতনতার বিকল্প নাই বলে মনে করেন মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, তরুণ সমাজের জন্য ভুয়া সংবাদের ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য তরুণদের মাঝে সংবাদ যাচাই করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যম ছাড়া তথ্য গ্রহণ বা শেয়ার না করার বিষয়ে তাদের গুরুত্বারোপ করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বিশ্বজুড়ে ফ্যাক্ট চেকিং প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বাড়লেও তরুণদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা তুলনামূলক কম। তারা যদি তথ্য যাচাইয়ের দিকে আরও মনোযোগী হয়, তবে ভুয়া সংবাদের প্রভাব কমানো সম্ভব। পাশাপাশি স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে মিডিয়া লিটারেসি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। সাইবার বিশেষজ্ঞ তানভীর হাসান জোহা বলেন, 'তরুণ সমাজ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হলেও তাদের মধ্যে ভুয়া সংবাদ গ্রহণের প্রবণতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা, সচেতনতা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা। তরুণরা যদি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে, তবে সমাজ আরও তথ্যনির্ভর এবং সুশৃঙ্খল হবে।' চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, মানুষের মাঝে ৭০-৮০ ভাগ নেতিবাচক সংবাদ গ্রহণের মানসিকতা রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'এ ধরনের মানসিকতার কারণে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশ্রিত তথ্য গ্রহণ করার প্রবণতা বেশি। এছাড়া অনেকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যা ছড়ায়। আর এতে বেশি ক্লিক পড়ায় সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের সামনে এগুলো বেশি আসে। এসব ক্ষেত্রে তরুণদের সচেতন হতে হবে। কারও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা সংবাদের ফাঁদে পড়া যাবে না। সরকারের তরফেও এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'বর্তমানে ফ্যাক্ট চেকিংয়ের জন্য অনেক সংস্থা থাকলেও সেগুলো সবার কাছে বেশি পৌঁছায় না। এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ফ্যাক্ট চেকিং সাইট খোলা যেতে পারে। তা আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে। এছাড়া আইনের প্রয়োগ বাড়াতে হবে। ভুয়া সংবাদ ছড়ানোর দায়ে যদি গ্রেফতারের দৃষ্টান্ত বারবার দেখানো যায়ড়তাহলে ব্যবহারকারীরাও এ বিষয়ে সচেতন হবে। তারা ভুল তথ্য ছড়ানোর ক্ষেত্রে চিন্তা করবে। এখন যেহেতু অনলাইনের যুগ, তাই এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।'

৩ ব্রোকারেজ হাউসের কার্যক্রম

কারা দায়ী, নেতিবাচক ইক্যুইটির পরিমাণ, প্রভিশনস বা মার্জিন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে রক্ষিত তহবিল, প্রভিশনসের ঘাটতি, মার্জিন অ্যাকাউন্টে অননুমোদিত লেনদেনসহ আরো বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখবে। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি আদেশ বিএসইসির মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন থেকে জারি করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। বিএসইসির জারি করা আদেশ তিনটি ব্রোকারেজ হাউসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রেরণ করা হয়েছে। বিএসইসির আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মনে যে, পুঁজিবাজার এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বৃহত্তর স্বার্থে পিএফআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড, প্রিমিয়ার ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড এবং শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করা প্রয়োজন। তাই, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রুলস, ২০২০ এর রুল ১৭ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১৫ ও ১৬ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন তিন জন কর্মকর্তাকে ব্রোকারেজ হাউসগুলোর কার্যক্রম তদন্ত করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হলো। তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলেন, বিএসইসির অতিরিক্ত পরিচালক মো. ওহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক মো. মতিউর রহমান এবং সহকারী পরিচালক মো. সাগর ইসলাম। পরিদর্শক কর্মকর্তারা এই আদেশ জারির তারিখ থেকে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন কমিশনে জমা দেবেন- বলে আদেশে আরো উল্লেখ করা হয়। গঠিত তদন্ত কমিটি যেসব বিষয় খতিয়ে দেখবে- তিনটি ব্রোকারেজ হাউসের মার্জিন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা, নেগেটিভ ইক্যুইটিসহ বিও অ্যাকাউন্টের সংখ্যা, প্রকৃত নেগেটিভ ইক্যুইটির পরিমাণ, প্রভিশনস, প্রভিশনসের ঘাটতি, মার্জিন অ্যাকাউন্টে অনুমতিবিহীন লেনদেন সনাক্ত করা এবং এর কারণ চিহ্নিত করা, ব্রোকারেজ হাউসগুলোতে নেগেটিভ ইক্যুইটির পরিমাণ কেন বাড়ছে তা চিহ্নিত করা, এর জন্য কারা দায়ী তা চিহ্নিত করা। ব্রোকারেজ হাউসগুলো কেন আনরিয়েলাইজড লসের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশনস বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে- সেটার কারণ চিহ্নিত করা। এছাড়া ব্রোকারেজ হাউসগুলোর এ সংক্রান্ত কী কী সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করতে তা চিহ্নিত করা।

রেমিট্যান্সের ডলার ১২৩ টাকার বেশি

ব্যাংক ১২৬-১২৭ টাকায় ডলার কেনার কারণে বাজারে ডলারের বিক্রয়মূল্য বেড়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে কঠোর হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পরে ব্যাংকগুলো নিজেরা মিলে সিদ্ধান্ত নেয় তারা ১২৩ টাকার বেশি দামে ডলার কিনবে না। একই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও একই নির্দেশনা আসে। এর ফলে গত মঙ্গলবার থেকেই আবার ডলারের ঊর্ধ্বমুখী ভাব দূর হয়। ডলারের বাড়তি দামের সময়ে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে আসা প্রবাসী আয়ের আয়ের হিসাবে রেকর্ড তৈরি হয়। একক মাসের অংশ হিসাবে এত প্রবাসী আয় আগে কখনো আসেনি। চলতি ডিসেম্বর মাসের ২১ দিনে প্রবাসী আয় দুই বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে যায়। সে হিসাবে প্রতিদিন ডলার আসে ৯ কোটি ৫৫ লাখ ৮২ হাজার ৩৮০ ডলার।

অন্যান্য ক্যাডারের ৫০ শতাংশ

আপিল বিভাগের রায়কে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিসিএস পরীক্ষায় মেধা ও ক্যাডার চয়েসের ভিত্তিতে বিষয়টি সমাধানকৃত বিষয় হওয়া সত্ত্বেও উপসচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের বাইরে অন্যান্য ক্যাডারের ৫০ শতাংশ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলক, প্রতিহিংসামূলক, অনভিপ্রেত ও অযৌক্তিক বিধায় তা দ্রুত সমাধা করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশসহ ভারতের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, পাকিস্তানের পাকিস্তান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এবং শ্রীলংকায় শ্রীলংকান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের কর্মকর্তারা রাষ্ট্রের পলিসি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসক পদে দীর্ঘ কর্মজীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রশাসন ক্যাডার ব্যতীত বাইরের অন্যান্য ক্যাডারের নেই। এ ছাড়া প্রত্যেক ক্যাডারের পঞ্চম গ্রেডে নিজস্ব পদ আছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র মো. নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশে উপসচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের বাইরে অন্যান্য ক্যাডারের ৫০ শতাংশ অন্তর্ভুক্তি করা হলে রাষ্ট্রের প্রশাসন কাঠামোতে অস্থিরতা বাড়বে। আন্তঃক্যাডারের মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখী আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড বাড়বে। রাষ্ট্রের গতিশীলতা শ্লথ হয়ে যাবে। এর ফলে জুলাই বিপ্লব পরবর্তী সময়ে একটি দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, জনমুখী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য হাজারো ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে গড়া ওঠা স্বপ্ন মুহূর্তেই ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের উপসচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের বাইরে অন্যান্য ক্যাডারের ২৫ শতাংশ আগের মতো বহাল রাখাসহ আন্তঃক্যাডারগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে আন্তঃমন্ত্রণালয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন।

বইমেলায় স্টলের জন্য আবেদন করা

ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, লেখকের সঙ্গে সম্পাদিত সর্বশেষ একটি চুক্তিপত্রের ১ম ও শেষ পাতা, লেখককে প্রদত্ত সম্মানির সাম্প্রতিক প্রমাণক, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে গ্রন্থ জমা প্রদানের রসিদ/প্রত্যয়নপত্র এবং অগ্নি-সাইক্লোন বীমার প্রমাণক আপলোড করবেন। নতুন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অথবা যেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পূর্বের আকার থেকে বর্ধিত স্টল বা প্যাভিলিয়ন পেতে আগ্রহী, সেসব প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি থেকে তথ্য ফরম বা আবেদনপত্র সংগ্রহ ও পূরণ করে উপযুক্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংবলিত আবেদন প্রকাশিত বইসহ জমা দিতে হবে। নতুন আবেদনকারীকে পৃথক আবেদন ফরমে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, লেখকের সঙ্গে সম্পাদিত সর্বশেষ একটি চুক্তিপত্রের ১ম ও শেষ পাতা, লেখককে প্রদত্ত সম্মানির সাম্প্রতিক প্রমাণক এবং আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে গ্রন্থ জমা প্রদানের রসিদ/প্রত্যয়নপত্র, অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে প্রকাশিত কমপক্ষে ২৫/৩০টি মানসম্মত বই একাডেমিতে জমা দিতে হবে। বইয়ের মান ও অন্যান্য কাগজ/দলিল যাচাই শেষে স্টল বরাদ্দের ব্যাপারে বইমেলা পরিচালনা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে অপারগ প্রতিষ্ঠানসমূহ একাডেমির ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবনে সরাসরি আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন। সরাসরি আবেদনপত্র (বই ও অন্যান্য কাগজ/দলিলসহ) ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি (ছুটির দিনসহ) সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। এরপর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। অনলাইনে বা সরাসরি প্রাপ্ত আবেদনপত্র অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ পরিচালনা কমিটি যাচাই-বাছাই করে ৯ জানুয়ারি অনলাইনে প্রকাশ করবে। বরাদ্দপ্রাপ্ত স্টলের ভাড়া ব্যাংকে জমা দিয়ে জমার রসিদ ১০ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে আপলোড করতে হবে। ১ কপি প্রতিষ্ঠানের নামসহ একাডেমির বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগে জমা দিতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠানের স্টল ভাড়া উপযুক্ত সময়ের মধ্যে জমা হবে না, সেসব প্রতিষ্ঠানের নাম লটারির তালিকার বাইরে থাকবে। ভাড়া বাবদ প্রদেয় টাকা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির যে কোনো অনলাইন শাখা থেকে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, বাংলা একাডেমি শাখার 'বাংলা একাডেমি অমর একুশে গ্রন্থমেলা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ০২০০০১৪০৪৯২৩১'-এ জমা দিতে হবে। টাকা জমা রসিদে প্রতিষ্ঠানের নাম ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকা অপরিহার্য। অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে 'অমর একুশে বইমেলা ২০২৫'-এর নীতিমালা ও নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে। এই নীতিমালা ও নিয়মাবলি ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের

ঘটেছে, সেসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানায় সদস্যবৃন্দ। ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয়, চরম স্বেচ্ছাচারী শাসনকাঠামোতে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিতে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিলো। দুদকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণে দুর্নীতির সিন্ডিকেট এতটাই শক্তিশালী যে সাধারণ জনগণ জিম্মি হয়ে দুর্নীতিকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এরকম বাস্তবতায়, সম্প্রতি দুদকে নতুন চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাই শুধু নেতৃত্বের পরিবর্তন নয়, বরং প্রতিষ্ঠানটিকে জনবান্ধব ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজাতে হবে। টিআইবির সদস্যগণ মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব হলো, কর্তৃত্ববাদের বিদায়ের মধ্য দিয়ে জনমনে মুক্ত গণমাধ্যম এবং স্বাধীন ও অসংকোচ মত প্রকাশের যে প্রত্যাশার সঞ্চার হয়েছে, তা পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সকলেই যাতে চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার চর্চা করতে পারে, তার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। বিগত কর্তৃত্ববাদী শাসনকাঠামোর ন্যায় স্বাধীন মত ও সাংবাদিকতার কারণে কেউ যেন হয়রানি, দোসর অ্যাখ্যায়িত বা ট্যাগিংয়ের শিকার না হয়, সে ব্যাপারে সকলকে উদার ও সহিষ্ণু আচরণ করার আহ্বান জানান তারা। একইসঙ্গে ভিন্নমত দমন ও গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত জনমনে যে স্বস্তির সঞ্চার করেছিলো, সেখানে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পর্যালোচনা ব্যতিরেকে 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৪' জারির উদ্যোগ এটির অপব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে বলে ঘোষণাপত্রে জানানো হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত প্রদানের পর্যাপ্ত সুযোগ ও তাদের সুপারিশের আলোকে অধ্যাদেশটি জারি এবং গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট সকল আইন, নীতি ও বিধিমালা যথাযথ পর্যালোচনা সাপেক্ষে সংশোধন এবং নতুন সমন্বিত গণমাধ্যম আইন প্রণয়ন করতে কর্তৃপক্ষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান টিআইবির সদস্যগণ। আরও বলা হয়, কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১১টি কমিশন গঠন করেছে। তবে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ীকরণের অপপ্রয়াস থেকে রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, বহুমুখী দুর্বৃত্তায়ন ও বিচারহীনতার সংস্কৃতির যেভাবে বিস্তার ঘটানো হয়েছে, তা থেকে পরিত্রাণ পেতে সকল সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনভাবে কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা সহ এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে দলীয়করণ বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত অন্তর্ভুক্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংস্কার করতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষায় বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ ক্ষমতায়িত নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে যুগোপযোগী শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করার পরামর্শ দেন টিআইবি সদস্যগণ। তারা আরও বলেন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষায় সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ঢেলে সাজাতে হবে। সর্বোপরি তারা সার্বিক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারকে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ প্রণয়ন করার আহ্বান জানান যাতে করে পরবর্তী সময়েও সংস্কার কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে না পড়ে এবং এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহকেও অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে সততা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, জবাবদিহি চর্চার মাধ্যমে সকল প্রকার শোষণ ও বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে গণতন্ত্র, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে সভা শেষ হয়।

খালেদা জিয়া লন্ডন যাচ্ছেন ৭

শাহাবুদ্দীন তালুকদার, নুরুদ্দীন আহমাদ, মো. জাকির ইকবাল, মোহাম্মদ আল মামুন, শরিফা করিম স্বর্ণা, চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবিএম আব্দুস সাত্তার, মো. মাসুদুর রহমান, এসএম পারভেজ, ফাতেমা বেগম এবং রুপা শিকদার। ৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া আর্থ্রাইটিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন। তিনি রাজধানীর বেসরকারি এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা নিচ্ছেন। গত বছরের ৯ আগস্ট খালেদা জিয়াকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সে সময় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে নিতে তার পরিবার থেকে সরকারের কাছে আবেদন করা হলেও অনুমতি পাওয়া যায়নি। পরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এনে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত বিএনপির চেয়ারপারসনের রক্তনালিতে অস্ত্রোপচার করা হয় ২৭ অক্টোবর। তার স্বাস্থ্য কিছুটা স্থিতিশীল হলে সে দফায় পাঁচ মাসের বেশি সময় চিকিৎসা শেষে চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি তিনি বাসায় ফেরেন। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দুর্নীতির দুই মামলায় সাজা পেয়ে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাবন্দি হন। দুই বছরের বেশি সময় তিনি কারাবন্দি ছিলেন। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এক নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়ার সাজা ২০২০ সালের ২৫ মার্চ স্থগিত করে তাকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেয়। তখন থেকে ছয় মাস পরপর মুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছে সরকার। তবে ক্ষমতার পালাবদলের পর অন্তর্বর্তী সরকার দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্প্রীতির

দেশের খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীসহ বিশ্ববাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রচেষ্টায় গড়ে উঠুক একটি আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ, বিশ্ব এগিয়ে যাক শান্তি, কল্যাণ আর আলোর পথে এবারের বড় দিনে এ আমার একান্ত প্রত্যাশা। তিনি বলেন, যিশু খ্র

রাজধানীতে ট্রাকের ধাক্কায় এক

অবগত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, নিহতের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে তার নাম পরিচয় শনাক্ত করা যাবে বলেও জানান তিনি।

অবৈধ সম্পদের মামলায় আসামি

অর্জন করেছেন। এজাহারে বলা হয়, আসামির নিজ নামে ১৯টি ব্যাংক হিসাবে মোট জমার পরিমাণ ৪১ কোটি ৬৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৩৪ টাকা। মোট উত্তোলনের পরিমাণ ৪০ কোটি ৩১ লাখ ৫৬ হাজার ৫৯৪ টাকা। এই অস্বাভাবিক লেনদেন করে আসামি মানিলন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ 'দুর্নীতি ও ঘুস' সংঘটনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে উহার রূপান্তর, স্থানান্তর ও হস্তান্তর করেছেন। অন্যদিকে তন্দ্রা ভট্টচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা তৎসহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ৫ কোটি ৫৫ লাখ ৪৫ হাজার ৩৯১ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও নিজ নামে ১০টি ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনকভাবে ১০ কোটি ৩৬ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮৩ টাকা জমা ও মোট ৭ কোটি ৫০ লাখ ৭৭ হাজার ৬৪৯ টাকা উত্তোলন করে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে উহার রূপান্তর, স্থানান্তর ও হস্তান্তর করার অভিযোগ আনা হয়েছে। দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় রাজশাহীতে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক মো. মাইনউদ্দিন বাদী হয়ে ডা. মো. মনসুরের বিরুদ্ধে অপর মামলাটি দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামি ৩ কোটি ৬০ লাখ ৩৪ হাজার ৪৯২ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। তার নামীয় ৩টি ব্যাংক হিসাবে মোট ২৭টি জমা ভাউচারের মাধ্যমে তার জাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে ১০ লাখ বা ততোধিক টাকা করে মোট ৬ কোটি ১০ লাখ টাকা জমা ও পরবর্তীতে উত্তোলনপূর্বক স্থানান্তর ও হস্তান্তর করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিংপ্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মুরগি ব্যবসায়ী

ইনচার্জ মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, লাশ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

কলকাতার কারাগার থেকে মুক্তি

হালদারদের গ্রেপ্তার করে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এরপর থেকে দেশটিতেই বন্দি হালদাররা। প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-২০০২ অর্থাৎ অবৈধভাবে অর্থপাচার এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। পি কে হালদারসহ পাঁচ পুরুষ সহযোগীকে রাখা হয়েছিল কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। নারী সহযোগী আমিনা সুলতানা ওরফে শর্মি হালদারকে রাখা হয়েছিল কলকাতার আলিপুর সংশোধনাগারে।

চট্টগ্রাম মেডিকেলে তিন বছর ধরে

সময় শয্যা সংখ্যার দ্বিগুণের কাছাকাছি রোগী ভর্তি থাকে। ফলে সেবার মান নিয়ে হরহামেশাই অভিযোগ তুলছেন রোগীরা। চমেক হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগে হাটহাজারী থেকে আসা রোগীর স্বজন আমিনুল ইসলাম বলেন, গত সোমবার আমার বাবাকে হৃদরোগ বিভাগে ভর্তি করি। বুকের ব্যথা কমলে ডাক্তাররা এনজিওগ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সিরিয়াল পাওয়া নিয়ে চিন্তায় আছি। শুনেছি, এখানে অনেক রোগী লম্বা সিরিয়ালে আছেন। আমরা গরিব, বেসরকারি হাসপাতালে এনজিওগ্রাম করার ক্ষমতা নেই। চমেক হাসপাতাল হৃদরোগ বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. ইকবাল মাহমুদ বলেন, ঠান্ডা শুরু হওয়ায় এক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে রোগীর চাপ বাড়ছে। ওয়ার্ডের চিকিৎসকরা রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। খাদ্য তালিকায় স্বাস্থ্যকর খাবারের পরিমাণ বাড়ানো, দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা, শারীরিক পরিশ্রম বাড়ানো এবং ধূমপান থেকে বিরত থেকে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটা কমানো যায়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হৃদরোগ বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. নুর উদ্দিন তারেক বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের ওয়ার্ডে রোগীর চাপ বাড়ছে। আমরা তো কোনো রোগীকে ফেরত দিতে পারি না। কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যেও রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা দিচ্ছি। বর্তমানে একটি এনজিওগ্রাম মেশিন দীর্ঘ সময় ধরে নষ্ট থাকায় অনেক রোগীর এনজিওগ্রাম, রিং লাগানো, পার্মানেন্ট পেসমেকার স্থাপনের কাজ সঠিক সময়ে করতে পারছি না। এতে রোগীরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বাইরের সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে নতুন একটি এনজিওগ্রাম মেশিন আসার কথা রয়েছে। এছাড়া নষ্ট মেশিনটি মেরামতের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই দুটি মেশিন চালু হলে কাজের গতি কয়েক গুণ বাড়বে।

নারায়ণগঞ্জে নিজ দলের

আহ্বায়ক পাভেল মিয়াকে একা পেয়ে তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে তার মাথায় ও শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাত করলে রাস্তায় লুটে পড়েন। মুমূর্ষু অবস্থায় আশপাশের লোকজন তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পুলিশ কর্মকর্তা আরও জানান, পাভেলের নিহতের ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে রাতেই এলাকাবাসী অভিযুক্ত বায়েজিদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ নিহতের লাশের প্রাথমিক সুরতহাল সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে

ভালো। হাসপাতালের মেঝেতে থেকে চিকিৎসা নেওয়া মো. ইদ্রিস বলেন, রাত থেকেই পাতলা পায়খানা, পেটে ব্যথা ও বমি শুরু হয়। এরপর সকালে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। হাসপাতালের বেডে থাকা রোগী দেলোয়ার হোসেন বলেন, মঙ্গলবার রাত থেকে ডায়রিয়া শুরু হয়। এরপর স্যালাইন ও ওষুধ খেলেও কমেনি। প্রায় ৩০ বারের মতো পাতলা পায়খানা হওয়ার পর নিরুপায় হয়ে রাতে হাসপাতালে ভর্তি হই।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. বুলেট সেন বলেন, মূলত পানির সমস্যার কারণেই একসঙ্গে এতো রোগী আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই রোগীদের খাবার পানি ফুটিয়ে পান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। উপকূলীয় মোংলায় দীর্ঘদিনের বড় সমস্যা সুপেয় পানি। নিরাপদ পানির সংকটে প্রতিনিয়তই পেটের পীড়ায় আক্রান্ত থাকেন এখানকার মানুষ। তাই নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা এ এলাকার বাসিন্দাদের জন্য এখন সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাহাজের ৭ জনকে ঘুমের ওষুধ

ইঞ্জিনরুমে কাজ করতো। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইরফানের দেওয়া তথ্যমতে র‍্যাব আরও দাবি করে, জাহাজের বাজার করার জন্য ইরফান পাবনার একটি বাজারে নেমেছিল। সেখান থেকে তিন পাতা ঘুমের ওষুধ কেনে। আর যে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে সবাইকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় সেটি আগেই জাহাজেই ছিল। কুড়ালটি জাহাজের নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছিল। আগের দিন রাতের খাবার রান্নার সময় ইরফান জাহাজের বাবুর্চির অগোচরে খাবারের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়। সেই খাবার খেয়ে সবাই অচেতন হয়ে পড়লে হাতে গ্লাভস পরে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে মাস্টারসহ সবাইকে হত্যা করে। ঘটনা যাতে জানাজানি না হয় সে জন্য ইরফান মাস্টারসহ সবাইকে হত্যা করে। সংস্থাটির দাবি, যখন সবাইকে কুপিয়ে হত্যা করে তখন জাহাজ মাঝ নদীতে নোঙর করা ছিল। পরে সবার মৃত্যু নিশ্চিত করে নিজে জাহাজ চালিয়ে হাইমচর এলাকায় এসে অন্য ট্রলার দিয়ে পালিয়ে যায়। এদিকে, নৌপুলিশ বলছে, চাঞ্চল্যকর এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পেলেও ক্রাইম সিন দেখে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ নিহতদের সবার লাশ নিজ নিজ ঘুমের ঘরে পাওয়া গেছে। যেন সবাই ঘুমাচ্ছে। সবার মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। জাহাজে কাউকে আক্রমণ করলে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করবে, চিৎকার করলে অন্যরা রক্ষা করতে আসবে- কিন্তু এখানে তেমন মনে হচ্ছে না। এ অবস্থায় সবদিক মাথায় রেখে কাজ করছে তদন্তকারী সংস্থাগুলো। ইতোমধ্যেই জেলা পুলিশ, নৌপুলিশ, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের স্বজন ও নৌযান শ্রমিকদের দাবি, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আগামী দুই দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে ২০ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার দাবি করেছেন নৌযান শ্রমিকরা। তা না হলে সারা দেশে ২৬ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১২টার পর থেকে কর্মবিরতির মাধ্যমে নৌপথ বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। এ বিষয়ে নৌপুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেন, আমরা খবর পেয়ে জাহাজে গিয়ে লাশগুলো নিজ নিজ শয়নকক্ষে পেয়েছি। শীতের দিনে আমরা যেভাবে লেপ-কাঁথা মুড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা দেখে মনে হচ্ছিল নিহতরাও সেভাবে ঘুমিয়ে আছেন। তাদের প্রত্যেকেরই মাথায় আঘাত। তিনি বলেন, স্বাভাবিকভাবে আমরা মনে করি, কেউ কাউকে মারতে গেলে বা কেউ যখন নিশ্চিত হয় আমাকে হত্যা করতে আসছে, তখন তিনি জীবন রক্ষায় হাত দিয়ে হোক, পা দিয়ে হোক- যেকোনোভাবেই হোক তিনি নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে এবং তাদের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত থাকার কথা। কিন্তু প্রত্যেককে আমরা পেয়েছি শুধু মাথায় আঘাত অবস্থায়। তিনি বলেন, একটি রুমে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটালে চিৎকার বা সাড়াশব্দে পাশের রুমে শব্দ পাওয়ার কথা এবং তারা সবাই একত্রিত হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু মনে হয়নি। আবার ডাকাতরা যেটি করে থাকে- সবাইকে একরুমে নিয়ে এসে তারপর ডাকাতি করে। এখানে সেরকম পাইনি, সাতটি লাশ পেয়েছি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রুমে। সেক্ষেত্রে বলা যায়, তাদেরকে হয়তো চেতনানাশক প্রয়োগ করা হয়েছিল বা কোনও ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। নৌপুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, ময়নাতদন্তের পর লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। আমরা ভিসেরা রিপোর্ট প্রস্তুত করছি। ভিসেরা রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার থেকে এটির সায়েন্টিফিক রেজাল্ট পেলে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবো এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে কি কারণ ছিল। ধারণা করে তিনি আরও বলেন, লাশগুলো পর্যবেক্ষণে আমাদের মনে হয়েছে, এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। যে বা যারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তারা সম্ভবত জাহাজটি চট্টগ্রামের যে বন্দর থেকে আসে সেখান থেকে নাবিকদের সঙ্গেই ছিল। এখন পর্যন্ত (২৪ ডিসেম্বর বিকাল) আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জাহাজে আট জন নাবিক ছিলেন। এর মধ্যে সাত জন নিহত হয়েছেন এবং একজন গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে সালমা নাজনীন তৃষা বলেন, খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখলাম, জাহাজের নিচের ফ্লোরে একটি চাইনিজ কুড়াল রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এটি ছিল সারের জাহাজ। কিন্তু সারগুলো টোটালি ইনট্যাক্ট ছিল। কেউ ডাকাতি করতে এলেতো সার বা জাহাজ কোন কিছুতো নিয়ে যাবে- কিন্তু এগুলো কিছুই হয়নি। যে মানুষগুলোকে কোপানো হয়েছে হয়তো তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় কোপানো হয়েছে। বা এমনও হতে পারে- তাদেরকে মেরে ফেলার পর চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে বিছানায়। তিনি বলেন, পুরো বিষয়টি আসলে তদন্তের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে এটির মোটিভটি কী? এটি কি ডাকাতি ছিল নাকি পার্সোনাল কোনো কনফ্লিক্ট থেকে এটা করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না। মামলার বাদী এজাহারে জাহাজে থাকা সাত জন খুন ও একজন আহতের কথা উল্লেখ করেন। খুন হওয়া ব্যক্তিরা হলেন- মাস্টার গোলাম কিবরিয়া, গ্রিজার সজিবুল ইসলাম, লস্কর মাজেদুল ইসলাম, শেখ সবুজ, আমিনুর মুন্সী, ইঞ্জিন চালক সালাউদ্দিন ও বাবুর্চি রানা কাজী। এ ছাড়া আহত ব্যক্তি হলেন- সুকানি জুয়েল (২৮)। তিনি ফরিদপুর সদর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের সেকান্দর প্রকাশ সেকেন্ড খালাসীর ছেলে।

ভারত থেকে আমদানিকৃত চালের

কাজ শুরু হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কাজাখস্তানে যাত্রীবাহী বিমান

কোনো কর্মকর্তা কথা বলতে রাজি হননি। রাশিয়ার বার্তাসংস্থা ইন্টারফ্যাক্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, ধ্বংস হওয়া বিমানটি ছিল আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের এমব্রায়ার ১৯০ সিরিজের একটি বিমান এবং সেটির ফ্লাইট নম্বর ছিল জে২-৮২৪৩। বিমানটিতে ১০৫ জন যাত্রী এবং ৫ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। ঠিক কী কারণে এটি দুর্ঘটনার শিকার হলোড় তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে কাজাখস্তানের জরুরি পরিষেবা মন্ত্রণালয় বরাত দিয়ে ইন্টারফ্যাক্স জানিয়েছে, সম্ভবত যান্ত্রিক ত্রুটিই এজন্য দায়ী।

ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের

ইন্টারমিডিয়েটের সভাপতি ছিলেন সালাউদ্দিন। এছাড়াও ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন সালাউদ্দিন। তার আগে এই ইউনিটের সিনিয়র সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। বিগত সময়ে রাজনৈতিক মামলাসহ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নানা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সালাহউদ্দিন। অবশেষে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের পর সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট ঢাকা মহানগর উত্তর শাখা ছাত্রদলের সভাপতির দায়িত্ব পেলেন। ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটির সভাপতি মো: সালাহউদ্দিন আহমেদ ঢাকার নবাবগঞ্জের শোল্লা ইউনিয়নের সিংহড়া গ্রামের সন্তান।

সংস্কার কমিশনকে ঘরে ফিরে যাওয়া

না। প্রশাসনের ভেতরে দ্বন্দ্ব যাতে না থাকে সেই উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, সংস্কার কমিশন প্রশাসনের ভেতরে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রভাব মুক্ত নিয়ে কোনো কথা বলেনি। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনকে ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশন হয়ে গেছে। কমিশনগুলোয় শুধু কালক্ষেপণের পায়তারা হচ্ছে। মনজুর এ চৌধুরী আরও বলেন, প্রশাসনকে কি রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করতে পেরেছেন? একটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রকে এতো বড় একটা স্থানে কেন নেওয়া হলো। যদি চাপিয়েই দেওয়া হয় তাহলে মুয়ীদ সাহেব সেটা অস্বীকার করতে পারতো। কিন্তু তিনি সেটা করেনি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আপনারা অনেকেই জানেন চাঁদপুরের একটি ঘটনা। সেখানে বালুখেকো একটি গ্রুপকে নিয়ন্ত্রণ করতে সেখানের জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং একজন মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা আমাদের এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাদের একজনকে ওএসডি এবং বাকি দুইজনকে পানিশমেন্ট পোস্টিং দিয়েছিলেন? এভাবেই রাজনৈতিক নেতারা প্রশাসনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেই চলছে। ৮৪ ব্যাচের ড. মো. আবু ইউসুফ বলেন, এই সংস্কার কমিশনের উদ্দেশ্য আছে। দেশে এখন ক্রান্তিকাল চলছে। সেজন্য সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কার কমিশন প্রয়োজনীয় স্থানে সংস্কারের কোনো উদ্যোগ দেখিনি। তাদের রিপোর্ট এখনও জমা দেওয়া হয়নি। এজন্য আমাদের এখনই সোচ্চার হতে হবে। বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের এবিএম আব্দুস ছাত্তার বলেন, আগামী ৪ জানুয়ারি মহাসমাবেশ ডাকতে পারি। সেদিন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে। আমরা অনশন ঘোষণাও করতে পারি। এই ষড়যন্ত্র ঠেকাতে দুটি বিষদাঁতের অঙ্কুরিত হয়েছে। এর একজন মুয়ীদ সাহেব। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই মুয়ীদের অপসারণ চাই? যদি না হয় কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা জানি। আমরা প্রয়োজনে কালো ব্যাজ ধারণ করতে পারি, কলম বিরতি, ৪ জানুয়ারি মহাসমাবেশ করবো। মোট কথা আমরা বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস গঠন ও মুয়ীদের অপসারণ চাই। এর আগে বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর ইস্কাটনে বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে এ সভা শুরু হয়। বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এবং বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (বাসা) যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করছেন বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. মো. আনোয়ার উল্ল্যাহ্। উপস্থিত আছেন বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি এ বি এম আব্দুস সাত্তার ও বাসা মহাসচিব মাহবুবুর রহমান। সম্মানিত আলোচক হিসেবে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর নিয়াজ আহমেদ গান, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ. বি. এম. ওবায়দুল ইসলাম, বিএফইউজে মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী, ডিইউজের প্রেসিডেন্ট শহীদুল ইসলাম, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ এবং দৈনিক যুগান্তর উপ সম্পাদক বি এম জাহাঙ্গীর। আলোচক হিসেবে আরও রয়েছেন, বিসিএস ১৯৭৩ ব্যাচের মাহমুদ হোসেন আলমগীর, ১৯৭৯ ব্যাচের উপদেষ্টা, বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালনা পর্ষদের উপদেষ্টা এস এম জহরুল ইসলাম, ১৯৮১ ব্যাচ হেলালুজ্জামান, ১৯৮২ ব্যাচের ও বিসিএস (প্রশাসন) কলাপ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড সভাপতি এ. বি. এম. আবদুস সাত্তার, ১৯৮২ ব্যাচের ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের সভাপতি বিজন কান্তি সরকার, ১৯৮৩ ব্যাচের ও প্রত্যাশা সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি মোঃ আব্দুল বারী, ১৯৮৪ ব্যাচের ও অফিসার্স ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ এম এ খালেক, ১৯৮৪ ব্যাচের ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া, ১৯৮৪ ব্যাচ শেখ আলাউদ্দিন, ১৯৮৫ ব্যাচের ও বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সম্পাদক মোহাম্মদ মসিউর রহমান, ১৯৮৫ ব্যাচের ও বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্য মোঃ তৌহিদুর রহমান, ১৯৮৫ ব্যাচের ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ, ১৯৮৬ ব্যাচের মোঃ জাকির হোসেন কামাল, ১৯৮৬ ব্যাচের মঞ্জুর মোর্শেদ,১৯৮৬ ব্যাচের শামীম আল মামুন। উল্লেখ্য, গত ১৭ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী জানান, উপসচিব পদে পদোন্নতিতে প্রশাসন ক্যাডারের ৫০ শতাংশ এবং অন্য সব ক্যাডার থেকে ৫০ শতাংশ কোটা রাখার সুপারিশ করবেন তারা। বর্তমান বিধিমালা অনুযায়ী, উপসচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের ৭৫ শতাংশ এবং অন্য সব ক্যাডারের ২৫ শতাংশ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং একজন মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা আমাদের এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাদের একজনকে ওএসডি এবং বাকি দুইজনকে পানিশমেন্ট পোস্টিং দিয়েছিলেন। এভাবেই রাজনৈতিক নেতারা প্রশাসনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেই চলছে। ৮৪ ব্যাচের ড. মো. আবু ইউসুফ বলেন, এই সংস্কার কমিশনের উদ্দেশ্য আছে। দেশে এখন ক্রান্তিকাল চলছে। সেজন্য সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কার কমিশন প্রয়োজনীয় স্থানে সংস্কারের কোনো উদ্যোগ দেখিনি। তাদের রিপোর্ট এখনও জমা দেওয়া হয়নি। এজন্য আমাদের এখনই সোচ্চার হতে হবে। বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের এবিএম আব্দুস ছাত্তার বলেন, আগামী ৪ জানুয়ারি মহাসমাবেশ ডাকতে পারি। সেদিন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে। আমরা অনশন ঘোষণাও করতে পারি। এই ষড়যন্ত্র ঠেকাতে দুটি বিষদাঁতের অঙ্কুরিত হয়েছে। এর একজন মুয়ীদ সাহেব। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই মুয়ীদের অপসারণ চাই। যদি না হয় কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা জানি। আমরা প্রয়োজনে কালো ব্যাজ ধারণ করতে পারি, কলম বিরতি, ৪ জানুয়ারি মহাসমাবেশ করবো। মোট কথা আমরা বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস গঠন ও মুয়ীদের অপসারণ চাই। বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সম্পাদক ও বিসিএস ১৯৮৫ ব্যাচের কর্মকর্তা মশিউর রহমান বলেন, কোনো কোটা মানি না, মানব না। কোনো সংস্কার মানি না। যে কোটার জন্য মুগ্ধ, আবু সাঈদরা শহীদ হয়েছেন, সেটা মানি না। আমরা তাদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করতে পারি না। অতীতে কোনো কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন হয়েছে বলে আমি দেখিনি। এবারও এই ভুয়া কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন হবে না। সংস্কার কমিশনের কোনো ভুয়া রিপোর্ট মানি না। মশিউর রহমান বলেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কোনো ভুয়া রিপোর্ট আমরা মানি না এবং মানব না। অতীতে কখনো কোনো সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন হয়েছে বলে আমি দেখিনি। এবারও এই ভুয়া কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন হবে না। তিনি অভিযোগ করেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের যারা রয়েছেন তাদের সবাই বিতর্কিত। এই কমিটিতে কাস্টম ক্যাডারের এক কর্মকর্তা রয়েছে যার বিরুদ্ধে এখনো দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সুতরাং এই কমিশন প্রধানের পদত্যাগ দাবি করছি। একই সঙ্গে এই কমিশনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার দরকার নাই। তিনি বলেন, কোনো কোটা মানি না। প্রত্যেক ক্যাডার সার্ভিস যেমন প্রশাসন ক্যাডার, কৃষি ক্যাডার আলাদা করতে হবে। আজকে যারা এখানে এসেছেন তাদের সাহসের তারিফ করছি। আজকে এখানে যারা এসেছেন তারা সাহস নিয়ে এসেছেন। আপনাদের এই সাহসকে স্বাগত জানাই। আমরা এমন একটা প্রশাসন চাই যেখানে দলীয় লেজুরবৃত্তি থাকবে না। এর আগে বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর ইস্কাটনে বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে এই সভা শুরু হয়। বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এবং বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (বাসা) যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. মো. আনোয়ার উল্ল্যাহ্। এতে উপস্থিত ছিলেন - বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি এ বি এম আব্দুস সাত্তার ও বাসা মহাসচিব মাহবুবুর রহমান। সম্মানিত আলোচক হিসেবে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচি ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর নিয়াজ আহমেদ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ. বি. এম. ওবায়দুল ইসলাম, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী, বিএফইউজে মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী, ডিইউজে'র প্রেসিডেন্ট শহীদুল ইসলাম, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ এবং দৈনিক যুগান্তর উপ সম্পাদক বি এম জাহাঙ্গীর। আলোচক হিসেবে আরও ছিলেন, বিসিএস ১৯৭৩ ব্যাচের মাহমুদ হোসেন আলমগীর, ১৯৭৯ ব্যাচের উপদেষ্টা, বিয়াম ফাউন্ডেশন পরিচালনা পর্ষদের উপদেষ্টা এস এম জহরুল ইসলাম, ১৯৮১ ব্যাচ হেলালুজ্জামান, ১৯৮২ ব্যাচের ও বিসিএস (প্রশাসন) কলাপ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড সভাপতি এ. বি. এম. আবদুস সাত্তার, ১৯৮২ ব্যাচের ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের সভাপতি বিজন কান্তি সরকার, ১৯৮৩ ব্যাচের ও প্রত্যাশা সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি মো. আব্দুল বারী, ১৯৮৪ ব্যা

সম্পাদকীয়

শিক্ষকদের আবাসন নীতিতে সংস্কার প্রয়োজন

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য বাসা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই সেই বাসায় থাকেন না, ক্যাম্পাস থেকে দূরে শহরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন। এতে খালি পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে বিপুল ব্যয়ে নির্মিত ফ্ল্যাট ও বাসা। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবনগুলোর অবস্থা ও ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগজনক বাস্তবতা দেখা দিয়েছে। বিপুল ব্যয়ে নির্মিত এসব ভবনের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা পড়ে আছে। ক্যাম্পাসের বাসায় থাকার পরিবর্তে শিক্ষকেরা শহরে ভাড়া বাসায় থাকতে বেশি পছন্দ করছেন। এর ফলে শুধু প্রশাসনিক কার্যক্রমে নয়, শিক্ষার্থীদের জন্যও সঠিক সময়ে প্রশাসনের সহায়তা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে খালি ভবনগুলো থেকে আর্থিক ক্ষতি এবং ভবনের অবচয়ও ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর যে ঘাটতি বাজেট থাকে, বাসাগুলোতে সবাই থাকলে ওই ভাড়া দিয়েই অনেকাংশে ঘাটতি বাজেট পূরণ করা সম্ভব।

> দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গড়ে প্রায় ২৯ শতাংশ বাসা খালি পড়ে আছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা আছেন ৭ হাজার ৫০ জন। এর মধ্যে শিক্ষক ৪ হাজার ৩১১ জন এবং কর্মকর্তা ২ হাজার ৭৩৯ জন। বিপরীতে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বাসা রয়েছে ৯৮০টি, যার মধ্যে ২৮৫টিই খালি পড়ে আছে।

দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গড়ে প্রায় ২৯ শতাংশ বাসা খালি পড়ে আছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা আছেন ৭ হাজার ৫০ জন। এর মধ্যে শিক্ষক ৪ হাজার ৩১১ জন এবং কর্মকর্তা ২ হাজার ৭৩৯ জন। বিপরীতে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বাসা রয়েছে ৯৮০টি, যার মধ্যে ২৮৫টিই খালি পড়ে আছে। এমন অবস্থায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আবাসনে বসবাস না করার কয়েকটি কারণের কথা বলছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনে থাকলে বেতনের বাড়িভাড়ার অংশ কেটে নেয় প্রশাসন। পদমর্যাদা ভেদে তা মূল বেতনের ৩০ থেকে ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত। এই টাকার চেয়ে অনেক কম ভাড়ায় শহরে থাকা যায়। দ্বিতীয়ত, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শহর থেকে দূরে। সন্তানদের পড়াশোনাসহ নানা কারণে শিক্ষকেরা শহরে থাকতে পছন্দ করেন। তৃতীয়ত, কিছু ক্ষেত্রে বাসা পুরোনো। সুযোগসুবিধাও নেই। তাই বাসাগুলো আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, বেতন থেকে বাড়িভাড়া কেটে নেওয়ার নীতিমালায় সংস্কার আনতে হবে। বর্তমান হারে কেটে নেওয়া অর্থ শিক্ষকদের জন্য আর্থিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে। এই ভাড়া কমিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনা হলে শিক্ষকদের ক্যাম্পাসে বাসার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। দ্বিতীয়ত, ভবনগুলোর মান উন্নত করতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে ভবনগুলোর সংস্কার, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংযোজন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করার আগে খালি বাসাগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের শহরে থাকা বন্ধে কার্যকর নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে গুরুত্ব বাড়াতে হবে

বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব অপরিসীম। রেমিট্যান্স-প্রবাহ সরাসরি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে গতিশীল করছে, পাশাপাশি জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে দেশের বিপুল বেকারত্ব লাঘব হচ্ছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য বৈদেশিক সম্পদ অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হল রেমিট্যান্স। আর রেমিট্যান্স হলো দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি এবং উন্নয়নের ভিত্তি, স্বপ্নের সোনালি সোপান ও অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা থেকে পাওয়া উন্নয়ন সহায়তার চেয়ে এর ভূমিকা ও গুরুত্ব অনেক বেশি এবং বেসরকারি ঋণ সংস্থা ও পোর্টফোলিও ইকুইটি প্রবাহের চেয়েও অনেক বেশি স্থিতিশীল। মূলত অভিবাসীদের মাধ্যমেই অর্জিত হয় রেমিট্যান্স। প্রবাসী এসব শ্রমিক যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছে, তা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের অর্ধেক। প্রবাসীদের কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ একটি সম্মানজনক অবস্থানে দাঁড়িয়েছিল। নানা কারণে বিদেশে শ্রমবাজার দিনে দিনে সংকুচিত হচ্ছে, অদক্ষ জনশক্তির চাহিদা দ্রুত কমে আসছে, অনেক দেশ দক্ষ কর্মী ছাড়া নিচ্ছে না। বিশ্বের শীর্ষ ১০ গন্তব্য দেশগুলোর ৭৫ শতাংশ উচ্চ দক্ষ অভিবাসী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে-সব পেশায় দক্ষ কর্মীর চাহিদা রয়েছে তার মধ্যে; আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কম্পিউটার সিস্টেম অ্যানালিস্ট, রোবটিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বিগ ডাটা অ্যানালিস্ট, সিকিউরিটি এক্সপার্ট, কিউলিনারি সার্ভিস এবং নির্মাণশিল্প ইত্যাদি। তাছাড়া জাপান, কোরিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নার্সিং, বয়স্ক সেবা, ওয়েল্ডিং, কেয়ার গিভিং, পাইপ ফিটিং, প্লাম্বার, কৃষি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্যুরিজম ইত্যাদি পেশার চাহিদা রয়েছে। দেশের রেমিট্যান্স বাড়াতে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি। আমরা একটু দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাব যে ২০১৯ এবং ২০২২ সালের চেয়ে অনেক কমসংখ্যক কর্মী প্রেরণ করেও ২০২০ সালে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল অনেক বেশি। আবার ২০২১ সালের চেয়ে ২০২৩ সালে দ্বিগুণ কর্মী প্রেরণ করা হলেও সে বছর ২০২১ সালের চেয়ে কম রেমিট্যান্স এসেছিল। মূলত রেমিট্যান্স আসে প্রবাসে স্থায়ীভাবে বসবাসরত ও অস্থায়ীভাবে কর্মরত সব বাংলাদেশি থেকেই। তাই কোনো বছরের কমবেশি কর্মী প্রেরণ করার ওপর ওই বছরের রেমিট্যান্সের উঠানামা নির্ভর করে না। এ ক্ষেত্রে একটি বছর বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের মোট সংখ্যা এবং তাদের আয়ের ওপর রেমিট্যান্স প্রেরণের পরিমাণ নির্ভর করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী প্রেরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ দক্ষ কর্মীর সংখ্যা যতই বেশি হবে পরিশেষে রেমিট্যান্স ততই বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অবশ্যই বিদেশে কর্মী প্রেরণে সংখ্যাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবে সে ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর প্রাধান্য থাকাটাই কাঙ্ক্ষিত। আর দক্ষ কর্মীদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সন্ধানে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। তা ছাড়া দক্ষ কর্মীর চাহিদা থাকা শ্রমবাজার শনাক্ত করে সেসব দেশের সঙ্গে কার্যকর ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে হলে নতুন সরকারকে অবশ্যই একটি সুপরিকল্পিত 'স্মার্ট অভিবাসন' ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

> দেশের রেমিট্যান্স বাড়াতে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি। আমরা একটু দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাব যে ২০১৯ এবং ২০২২ সালের চেয়ে অনেক কমসংখ্যক কর্মী প্রেরণ করেও ২০২০ সালে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল অনেক বেশি। আবার ২০২১ সালের চেয়ে ২০২৩ সালে দ্বিগুণ কর্মী প্রেরণ করা হলেও সে বছর ২০২১ সালের চেয়ে কম রেমিট্যান্স এসেছিল। মূলত রেমিট্যান্স আসে প্রবাসে স্থায়ীভাবে বসবাসরত ও অস্থায়ীভাবে কর্মরত সব বাংলাদেশি থেকেই।

প্রয়োজনীয়তা উদ্ভাবনের জননী

জয়নুল আবেদীন

বাংলাদেশী রোগীদের বয়কটের ডাক দিয়েছিল ভারতের একাধিক হাসপাতাল, বয়কটের পরপর আবার কোনো কোনো হাসপাতাল ১০ শতাংশ ছাড়ে চিকিৎসাসেবার আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশীদের জন্য সাময়িক বন্ধ করে দিয়েছিল ত্রিপুরা বাজ্যের হোটেলও। খোলা ছিল কলকাতার মুকুন্দপুর এলাকার হোটেল রেস্টুরেন্ট। আমরা উঠেছিলাম হোটেল সম্রাটে। হোটেল সম্রাটের দক্ষিণে বৌদির হোটেল, বীথি হোটেলসহ আরো কয়েকটি হোটেল। হোটেলের পূর্বদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিয়াক সাইন্স হাসপাতাল। হোটেলে মালামাল রেখে হাসপাতালের গেটে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি, হাসপাতালের বেশির ভাগ রোগী বাংলাদেশের। হাসপাতালে সব ধরনের রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও হার্টের রোগী বেশি। অনেক রোগীকে ভোর ৫টায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে দেখা যায়। পরদিন চা খাওয়া শেষ করে ভোর সাড়ে ৬টায় হাসপাতালের সামনে যাই। প্রধান গেট খোলা থাকলেও হাসপাতালের দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার সামনে ১০-১২ জনের লাইন। লাইনের কাছে যেতে একজন সহাস্যে বললেন আমি আলম। আমাদের বাড়ি সোনারগাঁ পশু হাসপাতালের পাশে। আমি শাহজাহানের ছোট ভাই। তৌহিদ ভাই আমাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছেন। তুমি এখানে কেন? শাহজাহান ভাইকে নিয়ে এসেছি। ভাইয়ের চোখের সমস্যা। বড় বোনও সাথে আছেন। আমরা আজ পাঁচদিন। হাসপাতালের দরজা খোলে সাড়ে ৮টায়। রিসিভারের রুম খোলে ৯টায়। ২৫০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি। চিকিৎসকের ভিজিট ৬০০ টাকা। রেজিস্ট্রেশনের সময় রোগের বিবরণসহ কোনো চিকিৎসক চয়েজ আছে কি-না জানতে চাওয়া হয়। আমাদের পছন্দের চিকিৎসক ছিলেন কে কে আগারওয়াল। দু'টি রিংয়ের নিমিত্তে দুই লাখ ১৯ হাজার টাকা জমা দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। মুকুন্দপুর একসময় ছিল জলাভূমি। কয়েকটি জনস্বাস্থ্যসেবা গড়ে ওঠায় এখন প্রায় ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত। গত দেড়-দুই দশকে এখানে গড়ে উঠেছে একের পর এক বড় বেসরকারি হাসপাতাল। হাসপাতালগুলোতে স্থানীয় লোক ছাড়াও বেশি চিকিৎসা করতে আসেন বাংলাদেশ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল কার্ডিয়াক সাইন্স হাসপাতালের চেয়ারম্যান খ্যাতনামা সার্জন ডা: দেবী শেঠী সূত্রে প্রকাশ, ভারতের তৃতীয় বৃহত্তর হার্ট সার্জারি ইনস্টিটিউট এটি। এখানে প্রতি মাসে ২৫০ রোগীর সার্জারি হয়। আরো জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের কেম্যান আইল্যান্ডে এই হাসপাতালের শাখা উদ্বোধন হতে চলছে অচিরেই। গত বছর এ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন ১৪ হাজার বাংলাদেশী। ভারতীয় ভিসা পদ্ধতি একসময় জটিল হলেও এখন সহজ। ভিসার দরখাস্তে নামমাত্র প্রসেসিং ফি ছাড়া ফি নেই বললেই চলে। ঢাকা টু কলকাতা সরাসরি বাস-ট্রেন চালু হওয়ায় সর্বনিম্ন ৬০০ টাকায় কলকাতা পৌঁছানো সম্ভব। এসব চিন্তা মাথায় রেখে গড়ে উঠছে হোটেল রেস্টুরেন্ট। এখানে যারা হোটেলে উঠেন তাদের প্রায় সবাই আসেন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। কখনো কখনো একজন রোগীর সাথে আত্মীয় থাকেন চার-পাঁচজন। হোটেলে অবস্থানকারী বোর্ডারদের মূল উদ্দেশ্য রোগের চিকিৎসা। কোনো কোনো সময় এক কক্ষে ছয়-সাতজনও অবস্থান করতে দেখা যায়। আমরাও রোগী। আর ১০ জন রোগীর মতো আমাদের অবস্থান করতে হবে। সম্রাটের মালিক মিহিররঞ্জন সরকার ও রীনা সরকার। বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ তাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি। বৌদি হোটেলের মালিকও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত। বিরোধ ধর্মান্ধদের নিয়ে। যেমন- গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৮ আনন্দবাজার পত্রিকাসহ প্রায় সব পত্রিকার শিরোনাম ছিল- 'ভারতের উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর জেলায় গোহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভের মুখে পুলিশসহ দুই ব্যক্তি নিহত।' ৮ ডিসেম্বর আমি কলকাতা মুকুন্দপুর হাসপাতালে। পাশের বেডে সহরোগী ছিলেন সমির মুখার্জি। তিনি ইংলিশ সিরিয়ালের অভিনেতাসহ একজন হাউজিং ব্যবসায়ী। কথাবার্তায় রাশভারী। রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন আলাপচারিতায় কোনো বিষয়ই বাদ পড়েনি। মুখার্জিদার কাছে পুনরায় জানতে চাই, ৩ তারিখে যা ঘটেছে তা মুসলমান কর্তৃক হয়ে থাকলে তা ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে গরু জবাই, সনাতন ধর্মের দৃষ্টিতে গোহত্যা, আইনের দৃষ্টিতে কী? উত্তরে তিনি বলেন, ধর্মান্ধ সব ধর্মে আছে। ধর্মান্ধের হাতে ধর্ম পরিচালনা আর অন্ধের হাতে গাড়ি পরিচালনা এক কথা। ধর্মের কোন নীতি কোন উদ্দেশে কখন অপরিহার্য ছিল তা জানা আবশ্যক। ঋগবেদ এবং সংহিতাগুলোতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় গোমেধ যজ্ঞের কথাও বলা আছে। কিন্তু তৎকালীন কৃষিতে গরুর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাই এই নির্বিচার গোহত্যার ফলে খাদ্যের আবাদে সমস্যা শুরু হয়। তাই ধর্মীয় অনুশাসনের মোড়কে গোহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। ধর্মের জন্ম হয়েছিল সুন্দর জীবনব্যবস্থার জন্য। সুন্দর জীবনব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষকে কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। যখন আইন ছিল না তখন ধর্ম ছিল সে নিয়ম-শৃঙ্খলার ধারক-বাহক। এখন ধর্মটা ব্যবহার হয়েছে রাজনীতির প্রয়োজনে। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আইনের বুলি যেখানে অচল সেখানে ধর্মের বুলি ব্যবহার করা হয়।' রাজনীতির ক্ষেত্রে কথাটি সঠিক। ধর্মকে হাতিয়ার করে ক্ষমতায় আসার পরেও ধর্মান্ধদের কার্যকলাপকে মৌন সম্মতি দিয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণ, ধর্মান্ধদের হাতে বাবরি মসজিদের ধ্বংস। অজগর হরিণশাবককে যেভাবে আস্তে আস্তে গ্রাস করে; তেমনি প্রশাসনও আস্তে আস্তে গ্রাস করেছে বাবরি মসজিদকে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ডিএইচপি) এবং অন্যান্য হিন্দু সংগঠনকে দায়ী করা হলেও মৌন সম্মতি ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রেরও। ঘটনার ধারাবাহিকতা তাই বলে। যে ধর্মান্ধদের হাতে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল, এখন ক্ষমতায় তারা। ১৫২৭ সালে সম্রাট বাবরের আমলে নির্মিত মসজিদটি নিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ শুরু ১৮৫৩ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ১৪০ বছরের ঘটনাক্রম পর্যালোচনা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, বাবরি মসজিদ নিয়ে যত বিরোধ হয়েছে ততবারই ফসল উঠেছে ধর্মান্ধ করসেবকদের ঘরে।' (ভারতে চিকিৎসা সফর, পৃষ্ঠা : ১০৫ ও ১০৬)। দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে ভারত যেভাবে বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছের আবদার করে থাকে সেভাবে এক সময় ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ভারতের কাছে গরুর আবদার করে ছিল। গরু এবং ইলিশের সাথে পেঁয়াজের সম্পর্ক কি? ভারত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করার পর থেকে বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম বাড়তে থাকে। এ দাম খুচরা বাজারে ৩০০ টাকা উঠেছিল। এক সময় ঈদুল আজহার আগে ভারত থেকে প্রচুর গরু আমদানি হতো। গরুর হাটের একাংশ পূর্ণ থাকে ভারতীয় বইল (বড় আকারের সাদা) গরু। ১৯৫০ সালের পশ্চিমবঙ্গ পশুবলি নিয়ন্ত্রণ আইনের পর ২০১৮ সালের কলকাতা হাইকোর্টেও প্রধান বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি বলেছিলেন, 'ঈদুল আজহায় গরু কোরবানি দেয়ার কোনো ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা নেই।' বলার পরপর ভারতীয় গরু কোরবানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। গরুর দাম বেড়ে যায়।

বাংলাদেশের কৃষকরা গরুর পালন বাড়ায়। যেসব জমিতে পেঁয়াজসহ রবিশস্যের চাষ করত সেসব জমিতে ঘাসের চাষ করে। গরুর ওজন তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। কোরবানির সময় দু'টি গরু বিক্রি করলে এক সন্তানকে বিদেশে পাঠাতে পারে। ফসলের তুলনায় গরু পালন লাভজনক। কয়েক বছরের মধ্যে কোরবানির গরু দিয়ে বাংলাদেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠেলেও কমে গেছে পেঁয়াজ, রসুন, গম, মসুর, আদাসহ চালের উৎপাদন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বাড়ির আঙ্গিনাসহ অনাবাদি জমিতে বস্তায় আদা চাষ শুরু করেছে দেশের কৃষক। ফলও পাচ্ছে প্রচুর। নতুন পদ্ধতিতে চাষ করা আদা ফেরিওয়ালারা ১০০ টাকা কেজি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করে। গত প্রবন্ধের একাংশে লিখেছিলাম, 'প্রয়োজনীয়তা উদ্ভাবনের জননী'- এই প্রয়োজনীয়তা দেশে কোরবানির গরুর অভাব দূর করেছে, খুব দ্রুত দূর হবে পেঁয়াজ, রসুন, আদার অভাব। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা চেষ্টা করলে রবিশস্যের অভাব দূর করতে পারব। কিন্তু প্রকৃতির দান ইলিশ মাছ। বিশ্বে মোট উৎপাদিত ইলিশের ৭৫ শতাংশ বাংলাদেশে হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষার শেষে দুর্গাপূজার সময় পশ্চিমবঙ্গবাসী বাংলাদেশের ইলিশের অপেক্ষায় থাকে। বাংলাদেশ ছাড়া দুর্গাপূজায় ইলিশ মাছ খাওয়ার সাধ পূরণ করা কঠিন। শুধু মাছ নয়, বিরোধ না করলে আর্থিক দিক থেকেও ভারত লাভবান। ২০২৩ সালের আগস্টে যেখানে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রায় ৯৪৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করেছিল; সেখানে ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে ভারত থেকে রফতানি একবারে ২৮ শতাংশ কমে গেছে। বিরোধ করলে বাংলাদেশের চেয়ে লোকসানটা ভারতের বেশি।

লেখক : জয়নুল আবেদীন; আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

নতুন ভাবনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে

সালাহউদ্দিন বাবর

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাজনীতি নিয়ে একটি উক্তি করেছিলেন, 'আই উইল মেক দ্য পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'। তবে তিনি তার সেই উক্তি নিয়ে কখনো কোনো ব্যাখ্যা দেননি। সে সময় তার কিছু কাজ স্মরণ করলে বোঝা যায়, আসলেই তিনি রাজনীতিকে কতটা ডিফিকাল্ট করে তুলেছিলেন। এর নমুনা হলো তিনি স্বেচ্ছাশ্রমে সারা দেশে শত শত খাল খনন ও সংস্কার শুরু করেছিলেন। লক্ষ্য বর্ষায় খালগুলোতে পানি সংরক্ষণ করা এবং খরা মৌসুমে সেসব খাল থেকে ফসলের ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করা। আর বাড়তি লক্ষ্য ছিল মাছ চাষ। শহীদ জিয়া প্রায় সর্বত্র খাল সংস্কারকাজ উদ্বোধনের সময় ক্ষণিকের জন্য হলেও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। সেই কর্মসূচি তখন গ্রামে-গঞ্জে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। সেই ভাবনা ও কার্যক্রম মূলত তখন প্রচলিত রাজনীতির জন্য কঠিন হয়েছিল।

শহীদ জিয়া সম্পর্কে এখন এসব কথা বলার মানে অনেকে করতে পারেন তাকে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। তিনি কি এখন কোনো ব্র্যান্ডিং পর্যায়ে রয়েছেন। পৃথিবীর সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে অতীত হয়ে গেছেন। এখন তাকে স্মরণ করা নিছক প্রাসঙ্গিতা আর ইতিহাসে তার পাওনাটুকু বুঝিয়ে দেয়া।জিয়ার আমলে একজন রিপোর্টার হিসেবে তাকে যেভাবে দেখেছি এবং তার যেসব কথা শুনেছি, সে সব শুনলে অনেকে চমৎকৃত হবেন। হবেন শ্রদ্ধাবনত। অনেকে আবার ঈর্ষাকাতর হবেন, মরমে মরমে জ্বলবেন। সে সময় শহীদ জিয়ার দল বিএনপির বলতে গেলে একমাত্র প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ। জিয়ার খাল সংস্কার কর্মসূচিতে হতভম্ব আওয়ামী লীগ, উপযুক্ত কোনো কর্মসূচিও ছিল না তাদের। তখন অবুঝের মতো হাস্যকর এক বয়ান দিয়েছিল তারা। তারা বলেছিল, জিয়া খাল কেটে কুমির আনছেন। তবে এ খাল খনন খুব দ্রুত তার প্রতিদান দিয়েছিল ফসলের মাঠে। পরবর্তীতে জিয়ার শাহাদতবরণের পর তার দলও এ কর্মসূচি জারি রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষায় পানির যে কত বেশি প্রয়োজন, সে জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়া গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি করেছিলেন। সে চুক্তিতে বাংলাদেশে অনুকূলে একটি গ্যারান্টি ক্লজও রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীতে এ ক্লজ বাংলাদেশের আর কোনো সরকার ভারতের কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি।নিবন্ধের সূচনা বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কেউ ভাবতে পারেন, জিয়াকে ব্র্যান্ডিং করার চেষ্টা হিসেবে। আবার কেউ এমন ধারণা পোষণ করেন জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের পর এ দেশের কোন কোন রাজনৈতিক দলের কাছে চলমান রাজনীতি কিছুটা ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে। যেমন গত শতাব্দীর শেষ ধাপে শহীদ জিয়া যে নতুন ধারার ও চিন্তার রাজনীতির সূচনা করেছিলেন, এখন চব্বিশের বিপ্লবের পর পতিত স্বৈরাচারের দল ও তাদের রাজনীতি শুধু অপ্রাসঙ্গিক নয়, তা অচল হয়ে পড়েছে। নতুন রাজনীতির একটা আগমনী বার্তা মানুষ স্পষ্ট শুনতে পারছেন। এ রাজনীতিতে কে কতটা স্বস্তি বা অস্বস্তি অনুভর করবেন তা জানা নেই। তবে তার কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।যাই হোক, এটি সবার জানা, আয়তনে ছোট দেশ এই বাংলাদেশ। এটার পাল্টা ও শক্ত জবাব হচ্ছে যে, এই জনপদে ১৮ কোটি মানুষের বসবাস, তাদের ছোট ভাবলে, দুর্বল মনে করলে একে স্রেফ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ভুল ধারণা হিসেবে মনে করতে হবে। যে দেশের মানুষ অন্তত তিন তিনবার যুদ্ধ করে লক্ষ হাজার প্রাণ সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে মাতৃভূমি স্বাধীন করেছেন তাকে ছোট ভাববে কে। ১৯৪৭, ১৯৭১ ও ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট। এই তৃতীয় দফায় এখন অতীতের মতো করে কারো সাথে বোঝাপড়া করে চলতে হবে না। এ ধারণা ও বোধ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। অটুট ঐক্য নির্মাণে সহায়তা দিচ্ছে। এ নিয়ে কারো কোনো দোদুল্যমানতা কেউ গ্রহণ করবেন না। জাতির কষ্টার্জিত এ চেতনাকে অবশ্যই সবাইকে পরিচর্যা করতে এগিয়ে আসতে হবে, না হয় ছিটকে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। নতুন এ চেতনা জনগণ কিভাবে গ্রহণ করেছেন; তার একটি আভাস ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। ওই বার্তা স্পষ্ট। সে আলোকে এবার আপন আপন দলের প্রস্তুতি নেয়া জরুরি। প্রাচীন যদি নতুন চেতনা ধারণে সক্ষম হয় তবেই সে দল নবীনদের কাতারে দাঁড়াতে পারে। তখন আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। নতুন উদ্দীপনায় জোর কদমে চলতে পারে।বাংলাদেশের উৎসুক মানুষ ও দলগুলো সম্প্রতি একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে ধারণা পেয়েছে। দিনক্ষণ বিতর্ক আছে, থাকাটা অস্বাভাবিকও নয়। ইতঃপূর্বে গত সাড়ে ১৫ বছর দেশের মানুষ পরপর তিন তথাকথিত নির্বাচন দেখেছেন। তার একটিকেও নির্বাচন বলা যাবে না। সবই ছিল স্বেচ্ছাচারীর এক নেত্রীর একক সিলেকশন। অর্থের বিনিময়ে অনেক মাকাল ফলও সিলেকটেড হয়ে ইলেকটেড হয়েছেন। সেই সিলেকশনের প্রহসন দেখতে দেশের মানুষ কেউ ভোটকেন্দ্রে যায়নি। তবে কিছু পেটুয়া আর তৎকালীন পুলিশ লীগ ও হেলমেট বাহিনী ভোটকেন্দ্রগুলোতে উপস্থিত থাকত। ইলেকটেড সেই ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারে তখন মানুষ ছিলেন অতিষ্ঠ। সংসদীয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার ব্রিটেনের পার্লামেন্ট নিয়ে একটি মজার কথা আছে। সে পার্লামেন্ট পুরুষকে নারী বানানো আর নারীকে পুরুষ বানানো ছাড়া আর সব করতে পারে। শর্ত হলো সব এমপির সম্মতির ভিত্তিতে। আর বাংলাদেশে পতিত সেই সংসদের অধোপতিত নেত্রী একক সিদ্ধান্তে তা পরিণত করতে সক্ষম ছিলেন।

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন তথা সংসদ নির্বাচনের স্বাভাবিক সময় হচ্ছে, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর। কিন্তু এখন কি নির্বাচন অনুষ্ঠানের সেই স্বাভাবিক সময়। নির্বাচন করাবে কোন কমিশন, যাদের হাতে আছে পতিত যুগের নির্বাচনী আইন। অথচ নির্বাচনী এলাকা নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব কে পালন করবে? পতিত সরকারের পুলিশ, বর্তমান জাতীয় সংবিধান নিয়ে সবার রয়েছে ঘোরতর আপত্তি। অনেকে চাইছেন তার পুনর্লিখন, কেউ বা চান সংশোধন, সংযোজন। ইতোমধ্যে তার একটি কাঠামো দাঁড় করানোর কাজ অগ্রসর হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিটি সব জাতীয়, সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এখন ভেঙে ছত্রখান, তার সংস্কার নিয়ে কাজ চলছে।রাজনৈতিক দলগুলোরও নিজেদের দিকে তাকাতে হবে। দলের হাল অবস্থা গত ১৫ বছরে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে ছিল জেল জুলুম আর নির্যাতন আর ফিউজিটিভ হয়ে যাওয়া। তাদের মধ্যে এখনো কোনো স্বস্তি ফেরেনি। কোনো দলের পক্ষে নিজেদের গোছানো সম্ভব হয়নি। তারপর আরো প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচনে প্রার্থী করবেন কাদের। বড় দল বিএনপিতে এখন অনুপ্রবেশের ঢল সৃষ্টি হবে।

বহু ইনফেলটেটার বিএনপিতে আসতে চ

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

অবশেষে শাটডাউন এড়ালো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তজাতিক ডেস্ক : অবশেষে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বিল পাস করে শাটডাউন এড়ালো যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল শনিবার বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভে পাস হওয়ার পর ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রত সিনেটেও বিলটি পাস হয়েছে। এখন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্বাক্ষর করলেই এটি চূড়ান্ত হবে। নতুন এই বিলটি পাস না হলে শাটডাউনের মুখে পড়তো মার্কিন সরকার। বিবিসি বলছে, শাটডাউনে পড়লে কিছু জরুরি সেবা বাদে অন্যান্য সেবা খাতের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেত যুক্তরাষ্ট্রে। এতে অনেক সরকারি কর্মীর বেতন পর্যন্ত বন্ধ যাওয়ার শঙ্কা ছিল। বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষের ছুটির মুখে লাখ লাখ মার্কিনির দুর্ভোগের কারণ হয়ে উঠতে পারতো ফেডারেল গভর্নমেন্ট শাটডাউন। এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আহ্বানের পরও (হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ) প্রতিনিধি পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউন এড়াতে আনা সংশোধিত বিল পাসে ব্যর্থ হয় রিপাবলিকানরা। এমনকি দলটির কিছু প্রতিনিধিও বিলের বিপক্ষে ভোট দেন। বিলটি পাসে সংসদের নিম্নকক্ষ হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন ছিল।

বিল কীভাবে আইনে পরিণত হয়?

তৃতীয় দফা চেষ্টার পর হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ শাটডাউন রোধে অর্থ বিলটি পাস করার পরও শাটডাউন রোধে মার্কিন সিনেটরদের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। একজন সিনেটর আপত্তি তুললেও শেষ পর্যন্ত অনুমোদন মিলেছে। নিয়ম অনুযায়ী, বিলকে আইনে পরিণত করতে হলে কংগ্রেসের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ও সিনেট উভয় জায়গা থেকেই অনুমোদন পেতে হয়। পরে সেটিতে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর করতে হয়। মেয়াদ শেষে আগামী ২০ জানুয়ারি জো বাইডেন হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করবেন। বিলটি পাসের পর রাতে হোয়াইট হাউজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তারা এই আইনটিকে সমর্থন করেন। -বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রে স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য প্রথম ওষুধের অনুমোদন

আন্তজাতিক ডেস্ক : মার্কিন ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা শুক্রবার স্লিপ অ্যাপনিয়ার (ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া) চিকিৎসার জন্য প্রথমবার ওষুধের অনুমোদন দিয়েছে। লাখ লাখ আমেরিকান এই জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ায় এই অনুমোদন দেওয়া হলো। ওয়াশিংটন থেকে এএফপি এ খবর জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) কর্মকর্তা স্যালি সিমুর স্থূল রোগীদের মাঝারি থেকে গুরুতর স্লিপ অ্যাপনিয়ার চিকিৎসার জন্য জেপবাউন্ডের অনুমোদনের ঘোষণা দিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগীদের জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ। যারা স্থূল বা অতিরিক্ত ওজন এবং এ সম্পর্কিত স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাদের, যেমন টাইপ-২ ডায়াবেটিক, উচ্চ কোলেস্টেরল বা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেনড়এমন লোকেদের জন্য ওষুধ প্রস্তুতকারক কম্পানি এলি লিলির কাছ থেকে জেপবাউন্ড ক্রয় অনুমোদিত হয়েছে। এফডিএর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'গবেষণা দেখায়, জেপবাউন্ড অন্ত্র থেকে নিঃসৃত হরমোনের রিসেপ্টরকে সক্রিয় করে ক্ষুধা ও খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে শরীরের ওজন কমাতে কাজ করে।' অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া (ওএসএ) একটি বিপজ্জনক অবস্থা, যেখানে একজন ব্যক্তির ঘুমানোর সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাসনালির অবরুদ্ধের কারণে ভুক্তভোগীরা রাতে বারবার জেগে ওঠে। এটি তাদের ঘুমের গভীর, সতেজ পর্যায়ে পৌঁছাতে বাধা দেয়।

জার্মানিতে ক্রিসমাস মার্কেটে ভিড়ের মধ্যে গাড়ি, নিহত ২

আন্তজাতিক ডেস্ক :জার্মানির মাগডেবার্গ শহরের একটি ক্রিসমাস মার্কেটে ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় এক শিশুসহ দুইজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে কমপক্ষে ৬৮ জন। এদের মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা গুরুতর। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মধ্যে জার্মানির স্যাক্সনি-আনহাল্ট রাজ্যের রাজধানী মাগডেবার্গে এ ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। এ ঘটনায় ওই গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে জার্মান পুলিশ। তিনি সৌদি আরবের এক নাগরিক। এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত হামলা হিসেবে বর্ণনা করেছেন কর্মকর্তারা। ঘটনার তদন্ত চলছে। স্যাক্সোনির প্রধানমন্ত্রী রেইনার হাসেলফ জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ৫০ বছর বয়সী একজন সৌদি আরবীয় ডাক্তার বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভিডিও ফুটেজে তার গ্রেপ্তার হওয়ার মুহূর্তটি দেখা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম তালেব এ। তিনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। ২০০৬ সাল থেকে জার্মানিতে বসবাস করছিলেন তিনি। সম্প্রতি বার্নবার্গে একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি একাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কারণ গাড়িতে শুধু একজন লোকই ছিল। এছাড়া গাড়িতে একটি ব্যাগ পাওয়া গেছে। তবে একজন সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এর সঙ্গে বড় নেটওয়ার্কের সংশ্লিষ্টতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পুলিশ আরও জানিয়েছে, সন্ধ্যা ৭টার কিছু পরেই একজন গাড়িচালক অসংখ্য মানুষের মধ্য দিয়ে মার্কেটের ভেতরে প্রায় ৪০০ মিটার পথ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যান। এরপর জার্মানির নানা শহরে 'ক্রিসমাস মার্কেটগুলো' আতঙ্কে বন্ধ করে দেওয়া হয়। হামলার ঘটনার পর ম্যাগডেবুর্গ পুলিশ এলাকাটি ঘেরাও করে রাখে। কারণ, পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ওই গাড়িতে বিস্ফোরক রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়ছে। হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরব। হামলাকে নৃশংস এবং কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ড উল্লেখ করে এর নিন্দা জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লায়েন।

বিশ্বে 'থিনেস্ট স্বাস্থ্যের' দেশের তালিকায় ভিয়েতনাম

আন্তজাতিক ডেস্ক : বিশ্বে থিনেস্ট স্বাস্থ্যের মানুষের দেশের তালিকায় অন্যতম ভিয়েতনাম। দেশটির জনসংখ্যার মধ্যে স্থূলতার হার দুই দশমিক এক শতাংশ। গতকাল শনিবার সিসিয়ার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এক পোস্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, ভিয়েতনামের ১০ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। ভালো খেতে না পারার কারণে দেশটির একাংশ রোগা। এর বাইরে দেশটির মানুষের খাদ্যাভ্যাসে ভারসাম্য আছে। এই কারণে দেশটিতে মোটা মানুষের সংখ্যা কম। খবরে বলা হয়েছে, দেশটির মানুষ ঐতিহ্যবাহী ডায়েট অনুসরণ করে- যার মধ্যে ফ্রেস সবজিতে মানুষ বেশি অভ্যস্ত। এ ছাড়া ভিয়েতনামের লোকেরা সাইকেলিং, হাঁটাচলাসহ দৈনন্দিন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজে যুক্ত থাকায় স্থূলতায় হার কম।

পাকিস্তানে দাঙ্গায় জড়িতের অভিযোগে ২৫ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছে সামরিক আদালত

আন্তজাতিক ডেস্ক : গত বছর ৯ মে পাকিস্তানজুড়ে দাঙ্গার সময় সামরিক স্থাপনায় সহিংস হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ অধিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২৫ বেসামরিক ব্যক্তিকে দুই থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিয়েছে সামরিক আদালত। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন এ খবর জানিয়েছে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের গ্রেপ্তার পরবর্তী সময়ে ৯ মে'র দাঙ্গা ঘটেছিল। আইএসপিআর ওই দাঙ্গাকে 'রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত হামলা' হিসেবে উল্লেখ করেছে যেখানে সশস্ত্র বাহিনীর স্থাপনায় হামলা এবং 'শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভের অবমাননা' অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে শর্তসাপেক্ষে সামরিক আদালতে বিচার কার্যক্রমের অনুমতি পাওয়ার পর ওই ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। 'ব্ল্যাক ডে' নামে পরিচিত সেই দিনের পর তদন্তকারীরা অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং অভিযুক্তদের বিচার করার জন্য আইন অনুযায়ী মামলাগুলি ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শালের কাছে পাঠানো হয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়া ২৫ জনের মধ্যে ১৪ জনকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে যাদের বেশিরভাগই জিন্নাহ হাউজে দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত। আইএসপিআর জানিয়েছে, 'অপর অভিযুক্তদের সাজা দেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে এবং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে শিগগিরই তা ঘোষণা করা হবে।' আইএসপিআর এই শাস্তিকে 'একটি কড়া সতর্কবার্তা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে যারা স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক অপপ্রচার এবং মিথ্যা তথ্যের ফাঁদে পড়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। রায় ঘোষণার পর পিটিআইয়ের যুক্তরাষ্ট্র শাখা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দাবি করে,সামরিক কর্মকর্তারা বিচারক হিসেবে কাজ করে সামরিক আদালতে বেসামরিকদের শাস্তি দিয়েছেন। তাদের অভিযোগ, এই বেসামরিক নাগরিকদের এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কঠিন অবস্থায় আটক রাখা হয়েছে। অনেককে অত্যাচারের মাধ্যমে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

ইসরায়েলে আকস্মিক রকেট হামলা, আহত ১৬

এফএনএস বিদেশ : ইসরায়েলে গভীররাতে এক আকস্মিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। ইয়েমেন থেকে নিক্ষিপ্ত রকেটে তেল আবিবের একটি এলাকায় বেশ কিছু ভবনের জানালার কাচ ভেঙে ১৬ জন সামান্য আহত হয়েছেন বলে গতকাল শনিবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে। মার্কিন বার্তাসংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার আগেই গতকাল শনিবার ভোর ৪টার দিকে সতর্ক সংকেত জারি করা হয়। আতঙ্কিত মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে দৌড়ানোর সময় পড়ে গিয়ে আরও ১৪ জন সামান্য আহত হন। এদিকে, ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথিদের পক্ষ থেকে তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়, তারা একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। অবশ্য লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়নি তারা। ইয়েমেনে হুথিদের দখলে থাকা সানা ও হোদেইদা শহরে ইসরায়েলি বিমান হামলার দুদিন পার না হতেই এই হামলা হলো। ওই হামলায় কমপক্ষে নয়জন নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, এর আগে হুথিদের একটি দীর্ঘপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র একটি ইসরায়েলি স্কুল ভবনে আঘাত হানে। তার প্রতিক্রিয়াতেই হামলা চালিয়েছে তারা। এদিকে, হুতিরাও দাবি করেছে যে, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ইসরায়েলের একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তারা। দুপক্ষের দাবি থেকে হামলার সত্যতা নিশ্চিত হওয়া গেলেও লক্ষ্যবস্তু নিয়ে বিবৃতিতে পার্থক্য রয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, ইরান-সমর্থিত হুথিরা গাজা যুদ্ধ চলাকালে ওই এলাকায় দুশতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এছাড়াও, হুথিরা লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের বাণিজ্যিক জাহাজে নিয়মিত হামলা চালিয়ে আসছে। গাজায় যুদ্ধবিরতি না হওয়া পর্যন্ত সাগরে তাদের সশস্ত্র কার্যক্রম চলবে বলে ঘোষণা করেছে তারা। বৃহস্পতিবার হুথি নিয়ন্ত্রিত লোহিত সাগরের বন্দরগুলোতে ইসরায়েলি হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক জানিয়েছেন, ওই হামলায় যে গুরুতর ক্ষতি হয়েছে তা বন্দরগুলোর কার্যক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেবে। ইয়েমেনের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সময় খাদ্য সরবরাহের জন্য হোদেইদার বন্দর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলায় আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধির ঝুঁকি দেখা দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। জাতিসংঘের মধ্যস্থতা প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ণ

জাপানে একাধিক স্থানে আগুনে পুড়ে ৮ জনের মৃত্যু

আন্তজাতিক ডেস্ক : জাপানের একাধিক স্থানে আগুনে পুড়ে আটজননের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশে। জাপানি সংবাদমাধ্যম কিয়োডো নিউজের বরাতে চীনা সংবাদমাধ্যম সিনহুয়া নিউজ এই খবর জানিয়েছে। টোকিওর দক্ষিণে ইয়োকোসুকাতে একটি দোতলা বাড়িতে আগুন লেগে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মৃতদেহ দুটি ৯২ বছর বয়সী একজন পুরুষ ও তার ৮৯ বছর বয়সী স্ত্রীর। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এদিন ভোরে উত্তর-পূর্ব জাপানের আকিতা প্রিফেকচারের নোশিরো শহরের একটি বাড়িতে আগুন লেগে তিনজনের মৃত্যু হয়।

বিনোদন

শীতে উত্তাপ ছড়ালেন নুসরাত ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক: অনেকদিন ধরেই নতুন সিনেমার খবর দিচ্ছেন না জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় তিনি। মাঝে লম্বা সময় বিদেশে কাটিয়েছেন। নিয়মিত সেখানকার ছবি পোস্ট করেছেন তার সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। তবে এখন এই অভিনেত্রী দেশেই আছেন। গতকাল শনিবার তিনি যে ছবিগুলো ফেসবুকে পোস্ট করেছেন তা যেন বিদেশি আমেজ দিচ্ছে। ফারিয়ার ওয়েস্টার্ন ধাচের খোলামেলা পোশাকের ছবিগুলো যেন শীতের মধ্যে উত্তাপ ছড়াচ্ছে নেট দুনিয়ায়! ছবিগুলোর ক্যাপশনে ফারিয়া লিখেছেন, 'এলোমেলো চুল, চকচকে চাহনি- সবমিলিয়ে আমি জানি, আমি দুর্দান্ত।' বর্তমানে দুই বাংলার জনপ্রিয় নায়িকা হলেও উপস্থাপিকা হিসেবে ফারিয়ার ক্যারিয়ার শুরু। গায়িকা পরিচয়েও আলোচনায় আসেন তিনি। অভিনয় থেকে বেশ কিছুটা সময় দূরে থাকলে নতুন বছরে নতুন উদ্যমে শুরু করার প্রত্যয় ব্যস্ত করেছেন ফারিয়া। নতুন বছর নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ফারিয়া বলেন, 'বড় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে অচিরেই আমার নতুন একটি সিনেমার ঘোষণা আসবে। এটি হতে যাচ্ছে বড় ক্যানভাসের সিনেমা। অনেকদিন পর আমার দর্শক চমৎকার একটি গল্পের কাজ পেতে যাচ্ছে। এমন গল্পে আগে কখনো আমাকে দেখা যায়নি।' এছাড়া ফুয়াদ আল মুক্তাদির মুজা ও মমির সঙ্গে ফারিয়ার তিনটি নতুন গান আসবে নতুন বছর।

কোনো পুরুষকেই বিশ্বাস করি না: অহনা

বিনোদন ডেস্ক : মডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ায়ের শুরু, এরপর কাজ করেছেন টেলিভিশন নাটকে। বহুমাত্রিক অভিনয়ের দক্ষতা রয়েছে অভিনেত্রী অহনা রহমানের। অভিনয় করে দর্শকমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এই অভিনেত্রীর। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সম্পর্কের উত্থান-পতন, ব্যক্তিগত জীবন ও শোবিজ অঙ্গনে কাজ করা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। বর্তমান ও অতীতের বিষয়ে অভিনেত্রীকে প্রশ্ন করা হলে অহনা বলেন, 'আমার কাছে মনে হয় যে আল্লাহ একটা কাজ বন্ধ করলে ১০টা কাজের জায়গা করে দেন। আমার যেহেতু পার্লার ছিল আমার সমস্যা হবে না মিডিয়াতে কাজ না করলেও।' শোবিজ অঙ্গনে কাজ করা প্রসঙ্গে তিনি জানান, ধীরে ধীরে কাজ কমিয়ে দেওয়া হবে। এরপর ২০২৫ সালে পারত পক্ষে কাজ করা হবে না, আর কাজ করলেও খুব কম করবেন। কোনো পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করি না উল্লেখ করে অভিনেত্রী বলেন, 'আমার মন ভেঙে গেছে তো তাই আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। আমি কোনো পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করি না। কেন জানি মনে হয় আমার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানুষ স্বার্থপর।' মন ভেঙে যাওয়ার তার ভাষ্য, একবার এত বাজে ভাবে মন ভেঙেছে। এরপর উঠে দাঁড়াতে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি একা উঠে দাঁড়াতে চাই। এর আগে এই অভিনেত্রী অহনা ঘোষণা দিয়েছেন যে খুব তাড়াতাড়ি অভিনয় থেকে বিদায় নেবেন। তিনি বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে আর অহনা রহমান হতে চাইব না। অনেক দিন কাজ করেছি এবার আসলে অন্যদিকে মনোযোগ দিতে চাই। আমাকে অনেক বছর দেখলেন আর কত, অনেক ভালো অভিনেত্রী-অভিনেতারা আসছে, তাদেরও দেখা উচিত।

মঞ্চেই মারা গেলেন অর্থহীনের সাবেক গিটারিস্ট পিকলু

বিনোদন ডেস্ক: অর্থহীন ব্যান্ডের সাবেক গিটারিস্ট মিনহাজ আহমেদ পিকলু মারা গেছেন। গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে পিকলুর মৃত্যু হয় বলে গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন তার বন্ধু সিফাত আলতামুস। জানা গেছে, রাজধানীর রামপুরায় একটি অনুষ্ঠানে গিটার বাজাচ্ছিলেন পিকলু। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এভেয়ড রাফা খ?্যাত রায়েফ আল হাসান রাফা ও অর্থহীনের সাবেক ড্রামার সামাজিক মাধ্যমে এই গিটারিস্টের মৃত্যুর কথা জানিয়ে লিখেছেন, 'পিকলু ভাই আর নেই। কিছুক্ষণ আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি এই শব্দগুলি লিখছি। আপনারা যারা জানেন না তাদের জন্য, পিকলু ভাই ছিলেন অর্থহীনের আসল গিটার বাদক, কিন্তু আমার কাছে তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি।' আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে হার্ডরক জনরার ব্যান্ড রকস্ট্রাটা ও জলি রজারসে গিটার বাজাতেন পিকলু। নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে কিছুদিন তিনি ওয়ারফেজ ব্যান্ডে যোগ দেন। এরপর অর্থহীন ব্যান্ডে যোগ দেন ১৯৯৯ সালে। অর্থহীনের অদ্ভুত সেই ছেলে, সূর্য, রাতের ট্রেন, গুটি ফ্রম হেল, নির্বোধসহ বেশ কিছু জনপ্রিয় গানে গিটার বাজিয়েছেন পিকলু।

ফের এক সিনেমায় ঋত্বিক-সোহিনী

বিনোদন ডেস্ক: আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ছবির শুটিং শুরু। ছবিটি মূলত বাবা-মেয়ের গল্প নিয়ে নির্মিত হচ্ছে। এতে এক নারীর আগমন ঘিরেই যাবতীয় ঘটনা। ছবিতে বাবার চরিত্রে দেখা যাবে টালিউড অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তীকে। এমনিতেই প্রতিম ডি গুপ্তর ছবিতে সম্পর্ক আসে ব্যতিক্রমী আলোয় ভর করে, সরলরেখায় কখনোই নয়। আশা করা যায়, পরিচালক প্রতিমের সেই সূক্ষ্মতা এ ছবিতেও থাকবে। এখন অবশ্য 'চালচিত্র' নিয়ে ব্যস্ত আছেন পরিচালক। গত শুক্রবারই মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। এদিকে একসঙ্গে একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন ঋত্বিক ও সোহিনী। নায়ক-নায়িকাকে প্রথম একসঙ্গে দেখা যায় ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী পরিচালিত ছবি 'ফড়িং' সিনেমায়।

বিনা পারিশ্রমিকে উপস্থাপনায় দীপ্তি চৌধুরী

বিনোদন ডেস্ক:: বেশ কিছুদিন আগেই জানা গেছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গঠিত জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশে গতকাল শনিবার (ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে 'ইকোস অব রেভল্যুশন' কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। ওই কনসার্টে বিনা পারিশ্রমিকে গাইলেন পাকিস্তানি বিখ্যাত শিল্পী রাহাত ফতেহ আলী খান। আর একই কনসার্টে বিনা পারিশ্রমিকে উপস্থাপনা করেছেন আলোচিত দীপ্তি চৌধুরী। ফতেহ আলী ছাড়াও ওই কনসার্টে দেশের শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন। আয়োজক স্পিরিট অব জুলাই কর্তৃপক্ষ জানায়, ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানে আহত ও নিহতদের সহায়তার জন্য এই কনসার্টের টিকিট বিক্রির সব অর্থ শহীদ জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনে দান করা হবে।

এদিকে 'ইকোস অব রেভল্যুশন' কনসার্ট উপস্থাপনার বিষয়ে দীপ্তি বলেন, 'এটি শুধু কনসার্ট নয়, এখান থেকে অর্জিত অর্থ যাবে জুলাই বিপ্লবে আহতের সহায়তায়। এই আয়োজনে আমি কোনো পারিশ্রমিক নেয়নি। এতে করে কাজটির মাধ্যমে এই মহতী উদ্যোগের অংশীদার হলাম বলে মনে করি। এর আগে একাধিক বহু কনফারেন্স কিংবা শো-এর উপস্থাপনা করলেও আন্তর্জাতিক কনসার্টে প্রথম উপস্থাপনা করলেন দীপ্তি চৌধুরী।

মানুষের মন ক্রমাগত যেন ছুটছে: শ্বেতা ত্রিপাঠি

বিনোদন ডেস্ক: 'মির্জাপুর' সিরিজের সাফল্য খ্যাতির তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে অভিনেত্রী শ্বেতা ত্রিপাঠিকে। বলাই যায়, ওটিটির শীর্ষ তারকাদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে চলছে 'ইয়ে কালি কালি আঁখে'-২। 'মির্জাপুরে'র সাফল্য নিয়ে একটি গণমাধ্যম সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন শ্বেতা ত্রিপাঠি। সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত পরিচালিত 'ইয়ে কালি কালি আঁখে'র দ্বিতীয় মৌসুম দারুণ সফলতা পেয়েছে। চলতি বছর মুক্তি পেয়েছে মির্জাপুর-এর তৃতীয় কিস্তিও। জোড়া সাফল্যে দারুণ উৎফুল্ল অভিনেত্রী শ্বেতা ত্রিপাঠি। তিনি বলেন, আমি যেখানেই যেতাম, সবাই প্রশ্ন করত, 'ইয়ে কালি কালি আঁখে ২' কবে আসবে? তাই আমরা একটু চাপেই ছিলাম। এসব আমাদের জীবনের অংশ। সবাই প্রচণ্ড পরিশ্রম করছি। তার ফল পাচ্ছি। দর্শকদের থেকে প্রশংসাসূচক মন্তব্য পাচ্ছি। আর কী চাই। 'ইয়ে কালি কালি আঁখে'র দুই মৌসুমের মধ্যে লম্বা সময়ের ব্যবধান। এই সিরিজের 'শিখা' হয়ে উঠতে আগের মৌসুম আবার দেখেছিলেন বলে জানান শ্বেতা। তিনি বলেন, মির্জাপুর ৩-এর সময়ও আমি আগের দুটি মৌসুম দেখেছিলাম। এই সিরিজের ক্ষেত্রেও তাই করেছি। অভিনেত্রী বলেন, আমার অভিনীত চরিত্রের শারীরিক ভাষা, কণ্ঠস্বর ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য আমি আগের কিস্তি দেখতে পছন্দ করি। নতুন মৌসুমে চেষ্টা করি আগের ভুলত্রুটিগুলো শুধরে নিতে। ওটিটি আসার পর প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে। অভিনয়ের ময়দানে শ্বেতা প্রতিযোগী হয়ে উঠতে কতটা পছন্দ করেন? হেসে তিনি বলেন, প্রতিযোগিতায় আমি বিশ্বাসী নই। তবে মাঝেমধ্যে খুব হিংসা হয়। কখনো কখনো অন্য কারও অভিনীত চরিত্র দেখে আমার খুব হিংসা হয়। মনে হয়, আমি যদি ওই চরিত্রে অভিনয় করতে পারতাম! তবে পুরুষ অভিনেতাদের চরিত্রগুলো দেখে বেশি হিংসা হয়। এই যেমন ধরুনড় এই সিরিজে তাহির (রাজ ভাসিন) যে চরিত্রে অভিনয় করেছে, সুযোগ পেলে আমি এ রকম চরিত্রে অভিনয় করতে চাইব। অভিনেত্রীদের এ ধরনের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ আসে না। মানুষের মনঃসংযোগ ক্রমে কমে যাচ্ছে বলে উষ্মা প্রকাশ করে শ্বেতা বলেন, মানুষের এখন ধৈর্য কম। কোনো জিনিসের প্রতি এখন মনোনিবেশ করতে পারেন না তারা। ওটিটিতে কোনো ছবি বা সিরিজ দেখার সময় হাতে মুঠোফোন নিয়ে রিলস দেখতে থাকেন। সহজে সবাই একটা স্ক্রিন থেকে অন্য একটা স্ক্রিনে চলে যান। মানুষের মন ক্রমাগত যেন ছুটছে, আর বড়ই অস্থির। সফলতার কথা প্রসঙ্গেও ভিন্নমত প্রকাশ করে অভিনেত্রী বলেন, এখন সফলতাকে আমাদের সমাজই নির্ধারণ করে দেয়। যোগ্যতা বা কী অর্জন করেছেন, তা এখন সফলতার মাপকাঠি নয়।

ভারতীয় মিডিয়ার মিথ্যাচারের জবাব দিলেন অপূর্ব

বিনোদন ডেস্ক: আনন্দবাজার প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, প্রায়শই নাকি হুমকি মিলছে ঢাকার তারকাদের। সেই কারণে সব ঠিক থাকা সত্ত্বেও নিজের প্রথম সিনেমার প্রিমিয়ারে থাকতে পারলেন না অপূর্ব। এমন খবরকে ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন অপূর্ব। তিনি বলেন, এই খবরের কোনো সত্যতা নেই। আমি শুটিং করছি। আগে থেকে শুটিং সিডিউল থাকায় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সিনেমাটির প্রিমিয়ারে অংশ নিতে পারিনি। এ মুহূর্তে শুটিংস্পট থেকে কথা বলছি। তিনি আরও বলেন, সিনেমার প্রিমিয়ারে উপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। তাদের নিউজেও আমার কোনো বক্তব্য নেই। তবে তাদের খবরে যে হুমকির কথা বলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এর আগে এমন ঘটনা ঘটেছে ভারতের গণমাধ্যমে। খবর রটে, গৃহবন্দি করা হয়েছে অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীকে।

হিন্দুস্তান টাইমস, সংবাদ প্রতিদিন, নিউজ১৮সহ আরও কয়েকটি পত্রিকার অনলাইন বাংলা সংস্করণে এমন সংবাদ প্রকাশ করা হয়। মুহূর্তেই খবরটি নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নজর এড়ায়নি চঞ্চলের।

তিনি ভারতীয

আমন ধান কাটা হয়ে গেছে । সেখানে ফুটবল খেলায় মেতেছে দুরন্ত শিশু- কিশোরেরা । পদ্মপাড়া , গাবতলী , বগুড়া।

সুজানগরে মূলকাটা পেঁয়াজের বাজারে ধস

পাবনা প্রতিনিধি : উত্তরাঞ্চলের মধ্যে পেঁয়াজ আবাদে খ্যাত পাবনার সুজানগরের হাট-বাজারে উঠতে শুরু করেছে আগাম আবাদ করা (মূলকাটা) পেঁয়াজ। তবে হাট-বাজারে আগাম ওই পেঁয়াজের বাজারে ধস নামায় পেঁয়াজ চাষীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, এ বছর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে আগাম আবাদ করা (মূলকাটা) পেঁয়াজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৫'শ ৭০হেক্টর জমিতে। কিন্তু আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আবাদ হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ৫০হেক্টর বেশি জমিতে। ইতিমধ্যে চরাঞ্চলের জমিতে আবাদ করা মূলকাটা পেঁয়াজ তোলা শুরু হয়েছে। কিন্তু হাটবাজারে মূলকাটা পেঁয়াজের বাজার একদম মন্দা। উপজেলার চরবিশ্বনাথপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষী রফিকুল ইসলাম বলেন এ বছর ১বিঘা জমিতে আগাম পেঁয়াজ আবাদ করতে সার, বীজ ও শ্রমিকসহ উৎপাদন খরচ হয়েছে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা। আর প্রতিবিঘা জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ৫০/৬০মণ। বর্তমানে হাটবাজারে প্রতিমণ মূলকাটা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২হাজার থেকে ২২'শ টাকা। এ হিসাবে ১বিঘা জমির উৎপাদিত পেঁয়াজ বিক্রি করে উৎপাদন খরচ বাদে তেমন একটা লাভ হচ্ছেনা। উপজেলার গোপালপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষী বিল্লাল হোসেন বলে মূলকাটা পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ অনুযায়ী প্রতিমণ পেঁয়াজের দাম ২৫'শ থেকে ৩হাজার টাকা না হলে উৎপাদন খরচই উঠেনা। ফলে পেঁয়াজের বর্তমান এ বাজারে পেঁয়াজ চাষীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রাফিউল ইসলাম বলেন এখনো হাট-বাজারে প্রচুর পরিমাণে মৌসুমী পেঁয়াজ আমদানি হচ্ছে। সেকারণে আগাম আবাদ করা মূলকাটা পেঁয়াজের বাজার মন্দা।

লালমনিরহাটে শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিতরণ

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : লালমনিরহাটে শীতার্ত পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু। গতকাল শনিবার দুপুরে সদর উপজেলার হারাটি ইউনিয়নের কাজির চওড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের আয়োজনে বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২২০ টি শীতার্ত পরিবারের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এসময় অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, দেশের উত্তাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা ও সবচেয়ে শীতগ্রস্থ অঞ্চল আমাদের লালমনিরহাট জেলা। বিগত প্রায় ১৭টি বছর এই জেলার লোকজন অবহেলায় ছিলেন। শীত এলেই এসব গরীব, অসহায় ও দুস্থ পরিবারের সদস্যদের কষ্টের সীমা থাকে না। বিষয়টি প্রশিকা মানবিন উন্নয়ন কেন্দ্র বুঝতে পেরে জেলার শীতার্ত মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে সংস্থাটি সদর উপজেলার হারাটি ইউনিয়নের গরীব, অসহায়, দুস্থ ২২০ টি পরিবারের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন। বিতরণ কার্যক্রম শেষে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র'র পরিচালক রিজুওয়ানুস শামীম রাজিব বলেন, 'প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র" একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। যদিও লালমনিরহাটে আমাদের কোন কার্যক্রম চালু নেই। সব ঠিক থাকরে আগামী বছরের জানুয়ারী মাসে লালমনিরহাট জেলায় কার্যক্রম শুরু করা হবে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছি। তারই অংশ হিসেবে আমরা শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছি। আগামীতেও আমাদের এই ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।' এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের আব এক পরিচালক ওয়াহেদুল ইসলাম পাটোয়ারী রাজু, লালমনিরহাট জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম পাটোয়ারী সাজু, হারাটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল হামিম ও সদর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

টাঙ্গাইলে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছিন্নমূল শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে টাঙ্গাইল রেল স্টেশন এলাকায় দেড় শতাধিক ছিন্নমূল শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক শরীফা হক। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী, জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান, টাঙ্গাইল সদরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা আক্তার এবং জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দেবহাটায় মাদক বিরোধী সাইকেল র‍্যালী

সাতক্ষীরা **প্রতিনিধি**) : "নতুন বাংলায় শপথ করি, মাদকমুক্ত দেশ গড়ি" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে দেবহাটার ঐতিহ্যবাহী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ফেয়ার মিশনের আয়োজনে গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে ৫ম বারের মতো মাদক বিরোধী সাইকেল র‍্যালী ২০২৪ ইং। প্রতিবছর ফেয়ার মিশনের আয়োজনে এই ঐতিহাসিক মাদক বিরোধী সাইকেল র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। ৫শতের অধিক সাইক্লিষ্ট এই মাদক বিরোধী সাইকেল র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে। মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও মাদক ব্যবসায়ীদের মূল উৎপাটনে অনুষ্ঠিত এই মাদক বিরোধী সাইকেল র‍্যালীর শুরুতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সকাল সাড়ে ৯টায় বহেরা পুষ্পকাটি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ফেয়ার মিশনের পরিচালক কাদের মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাতক্ষীরা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে তালা ও দেবহাটার দায়িত্বপ্রাপ্ত এসপি সার্কেল হাসানুর রহমান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মাহবুবুল আলম, দেবহাটা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক ও পারুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক বাবু ও ভোমরা সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি আবু হাসান। হাজারো মানুষের অংশগ্রহণের সাথে সাথে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ৫ শতকের অধিক সাইক্লিষ্টদের অংশগ্রহণে বৈরি আবহাওয়ার মধ্যেও র‍্যালীটি ফেয়ার মিশনের ৩৬ টি শাখা ইউনিটের সদস্যবৃন্দ কুলিয়া, পারুলিয়া, সখিপুর গাজীরহাট, দেবহাটা সদর ও টাউনশ্রীপুরে পথসভা এবং পারুলিয়া বাসস্ট্যান্ডে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে র‍্যালীর সমাপনী ঘোষণা করা হয়। সকল পথসভায় দেবহাটা থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই লেলিন, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মেহেদী হাসান সবুজ, দেবহাটা রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি আর.কে.বাপ্পা, দেবহাটা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ইয়াছিন আলী, সাংবাদিক সবুজসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক ব্যক্তিত্বরাও বক্তব্য রাখেন। ফেয়ার মিশনের পরিচালক কাদের মহিউদ্দিন এই অনুষ্ঠান সফলে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

আগৈলঝাড়ার ৪৩ জনকে ব্র্যাকের সহযোগীতা

আগৈলঝাড়া, বরিশাল প্রতিনিধি : নিরাপদ অভিবাসন ও বিদেশ-ফেরতদের পুনরেকত্রীকরন বিষয়ে এক কর্মশালা বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই কর্মশালা শেষে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবাসবন্ধু ফোরামের সভাপতি আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম। গত এক বছরে এই প্রকল্পের আওতায় বিদেশ গিয়ে প্রতারনার শিকার আগৈলঝাড়া উপজেলায় ৪৩ জনকে বিভিন্ন প্রকার সহযোগীতা করা হয়েছে। দেশের জেলার মধ্যে বিদেশ গমনে বরিশাল জেলা ২৭ তম ও প্রতারনার শিকারে অন্যতম বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। প্রকল্পের মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন এমআরএসসি ডিষ্ট্রিক কো-অর্ডিনেটর ব্র্যাক, বরিশাল, দেবানন্দ মন্ডল। ইমপ্রুভড সাসটেইনেবল রিইন্টিগ্রেশন অব বাংলাদেশী রিটারনিং মাইগ্রেন্টশন (প্রত্যাশা-২) প্রকল্প, ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম এর আওতায় কর্মশালায় অংশ গ্রহন করেন বরিশালের আগৈলঝাড়ার বিদেশ গিয়ে প্রতারনার শিকার হয়ে দেশে ফেরা নারী ও পুরুষ, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক ও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন আগৈলঝাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারিহা তানজিন, আগৈলঝাড়া থানা পুলিশ পরিদর্শক সুশংকর মল্লিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবাসবন্ধু ফোরামের সহ-সভাপতি সিরাজুল হক সরদার, প্রবাসবন্ধু ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সমকাল প্রতিনিধি কেএম আজাদ রহমান শিক্ষা কর্মকর্তা মাহাবুবুর রহমান, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা খলিলুর রহমান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোশাররফ হোসাইন, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যস্থাপক এস এম জাহাঙ্গীর আলম, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা আয়েশা সুলতানা, উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা. পলাশ সরকার, সোনালী ব্যাংকের আগৈলঝাড়া শাখার ব্যবস্থাপক আবু জাফর, শিক্ষক জেসমিন আক্তার, এনজিও কারিতাস বাংলাদেশ এর মিঠু রানী দাস, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার দেলোয়ার হোসেন বাপ্পী, বিদেশ ফেরত আরিফ সরদার, রেবন বেগম, মাসুদরানা সুরুজ, মিলন বক্তিয়ার, রোজিনা বেগম, হাসিনা বেগম, সজল সরকার, জেসমিন আক্তার, মাহফুজা বেগম। অনুষ্ঠানে বিদেশ গিয়ে প্রতারনার শিকার আরিফ সরদারকে ব্র্যাকের প্রত্যাশা-২ প্রকল্পের মাধমে আর্থিক সহযোগীতার চেক হস্তান্তর করা হয়।

বাগমারায় হাসপাতালের বর্ষপূর্তিতে আলোচনা সভা

বাগমারা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাগমারায় বেসরকারী হাসপাতাল আঁত-তাবারা মডেল হাসপাতালের চতুর্থতম বর্ষপূতি উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়েছে। গতকাল শনিবার উপজেলা সদর ভবানীগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমি সংলগ্ন আঁত-তাবারা মডেল হাসপাতালের নিজস্ব ভবনে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য উদযাপন ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উত্তর একডালা দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেডেন্ট মোফাজ্জল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, আঁত-তাবারা মডেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুশফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রতিষ্ঠানটির সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাস্টার আতাউর রহমান, প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক ডাঃ আইউব আলী খান, ডাঃ আব্দুল্লা আল মামুন, ডাঃ জসীম উদ্দিন প্রমুখ। আলোচক বৃন্দ হাসপাতালের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে হাসপাতালে সফলতা বিষয়ক আলোচনা করেন। তারা আঁত-তাবারা মডেল হাসপাতালের আধুনিক চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বলে জানান। অনুষ্ঠানে আঁত-তাবারা মডেল হাসপাতালের অন্যান্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন এলাকার গ্রাম্য চিকিৎসকগণ সহ জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে আঁত-তাবারা মডেল হাসপাতালের সাফল্য কামনা করে বিশেষ দোয়া শেষে ভালো কাজে অবদান রাখায় সন্মাননো ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

সিরাজদিখানে স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে নাগরিকদের সহজলভ্যভাবে স্বাস্থ্যসেবা অধিকার প্রতিষ্ঠা শীর্ষক প্রকল্পের ৩ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার (১ম দিন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার ইছাপুরা সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে সাপ্তাহিক বিক্রমপুর চিত্র পত্রিকার আয়োজনে গতকাল শনিবার এ কর্মশালা শুরু হয়। এতে ডেভলপমেন্ট সোসাইটি, প্রকৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংস্থা এবং সাপ্তাহিক বিক্রমপুর চিত্রের ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেন।

বীরগঞ্জে পঞ্চম কাব ক্যাম্পুরীর শুভ উদ্বোধন

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিধি : "কাবিং করি, নিজেকে গড়ি" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে দিনাজপুরের বীরগঞ্জে আনন্দঘন পরিবেশে ও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় বীরগঞ্জ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় পতাকা, স্কাউট পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে উপজেলা কাব ক্যাম্পুরীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। গতকাল শনিবার সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও বাংলাদেশ স্কাউট বীরগঞ্জ উপজেলার সহ-সভাপতি শাহজিদা হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার ভূমি ও বাংলাদেশের স্কাউটস বীরগঞ্জ উপজেলার শাখার সহ সভাপতি দীপংকর বর্মন । এসময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এ এল টি আরিফ হোসেন চৌধুরী, নীলফামারী জেলা কাব লিডার এ এল টি খলিলুর রহমান, উপজেলা স্কাউটস এর সহ সভাপতি গোলাম মোস্তফা, সম্পাদক ইয়াকুব আলী, যুগ্ন সম্পাদক মতিউল ইসলাম, কাব লিডার সঞ্চিতা রায়, কমিশনার ইসমত আরা সহ আরো অনেকেই। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কাব স্কাউটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো এবং তাদের দক্ষ, সুনাগরিক ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, দলবদ্ধ কাজের দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও আত্মনির্ভরশীলতা তৈরি করা হয়। যা এই ক্যাম্পুরী অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা অর্জন করতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

কালিয়ায় ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন

কালিয়া, নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইলের কালিয়ায় মরহুম আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট-২০২৪ এর উদ্বোধন করেছেন নড়াইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ মনিরুল ইসলাম। গত শুক্রবার বিকেলে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এ টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন করেন। পিরোলী ইউনিয়ন যুব সমাজের উদ্যোগে উপজেলার দরিন্দ্রচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়।

নড়াইলে কবিদের কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত

নড়াইল প্রতিনধি : নড়াইলে নবীন-প্রবীণ কবিদের অংশগ্রহণে বিজয় উৎসব ও শীতকালীন কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। কথা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে গত শুক্রবার বিকেলে শহরের বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল মিলনায়তনে কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। কথা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক ফরহাদ খানের সঞ্চালনায় ও অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক প্রবীণ কবি আতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নবীন-প্রবীণ কবিরা আবৃত্তি করেন। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন-গায়ের কবি বিপুল বিশ্বাস, নড়াইল কালেক্টরেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক কবি উজির আলী, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইউনুস শেখ, এস এম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালার কিউরেটর কবি ও চিত্রশিল্পী তন্দ্রা মুখার্জি, কবি আমিনুল ইসলাম কাইয়ূম, ইসলামাবাদ দাখিল মাদরাসার শিক্ষক কবি টিপু সুলতান, চন্দ্রকথা সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক কবি সবুজ সুলতান, পিবিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কবি মিজানুর রহমান, কবি সৈয়দা তরিকা সুলতানা লতা, চন্দ্রকথা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক স্কুল শিক্ষক অনুমিতা জয়া, মিতা খাতুন, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী নুসরাত আক্তার তিতলী, দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মোহাম্মদ জারিফ এবং শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী জান্নাতুল মাওয়া উজমা। এদিকে, কথা সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ তরুণ লেখক পরিষদ নড়াইল জেলা শাখার নবনির্বাচিত সভাপতি সৈয়দা তরিকা সুলতানা লতা ও সাধারণ সম্পাদক কবি মিজানুর রহমানকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

প্রসাদপুর বিদ্যালয়ের ৩৩ বছর পুর্তি উদযাপন

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর পৌর এলাকার প্রসাদপুর হাজী আইউব আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৩ বছর পুর্তি উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে পূর্তি উদযাপন কমিটির আয়োজনে কোরআন তেলাওয়াত, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলওয়াত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় । পরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি রহনপুর শহর প্রদক্ষিণ করে একই এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ৩৩ বছর পূর্তি উদযাপন কমিটি আহবায়ক ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহাব। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ যহুর আলী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন একুশে পদক প্রাপ্ত সাদা মনের মানুষ জিয়াউল হক, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সুশান্ত চন্দ্র বর্মন, বিএনপির নেতা আসাদুল্লাহ আহমেদ, জামায়াত নেতা তরিকুল ইসলাম বকুল, সহকারী শিক্ষক আমিনুল ইসলাম সবুজ, প্রাক্তন শিক্ষার্থী ব্যাংকার আহসান হাবীবসহ অনেকে। আলোচনা শেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কয়রায় আনন্দে মেতে ছিল শিশুরা

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : উপকূলবর্তী উপজেলা খুলনার কয়রায় শিক্ষার মানোন্নয়নে ও শিশুদের আনন্দ উৎসব মনোমুগ্ধকর পরিবেশে বেড়ে উঠা এবং সমাজে ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষে শিশুদের আনন্দদানে ও মেধা বিকাশে শিশু মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের কাঠমারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যলয়ের মাঠে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় আলোকিত করি ইয়ুথ ভলেন্টিয়ারের বাস্তবায়নে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কেশবপুরে আজও গড়ে ওঠেনি শিল্প প্রতিষ্ঠান

কেশবপুর, যশোর প্রতিনিধি : কেশবপুরে বিসিক শিল্পনগরী না থাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, খামখেয়ালীপণা ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপণার কারণে দীর্ঘ ৪০ বছরেও হয়নি প্রস্তাবিত বিসিক শিল্পনগরী। অনুকুল পরিবেশ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এ সংক্রান্ত ফাইল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের লাল ফিতায় আটকে রয়েছে। শিল্পনগরী গড়ে না ওঠায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেশবপুরের বিভিন্ন শ্রণী পেশার মানুষ। যশোর জেলার অন্যতম শিল্পস্থান বলে খ্যাত কেশবপুর। এখানে ক্ষুদ্র শিল্প থেকে শুরু করে বড় বড় অনেক শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যেও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এককভাবে ও অনেক ক্ষেত্রে মূলধনের অভাবে এসব শিল্প গড়ে উঠতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৫ সালে বিসিক শিল্পনগরী গড়ার উদ্যোগ নিলে ব্যবসায়ী মহলে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা তাদেরকে হতাশ করেছে। এখানে বাঁশ, কাঠ, ঢেঁকি, কামার-কুমার, হস্তচালিত তাঁত, খরগোশ প্রজনন কেন্দ্র, পোল্ট্রি, ডেইরি, ডাক ফার্ম, হোমিওপ্যাথিক শিশি, কর্ক, বোতাম, রঙ, তুলি, ব্রাশ কারখানা, বাঁশ ও বেতের ডেকোরেটিং, ঘানিসহ বহুমুখী শিল্প স্থাপণের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মাঝারী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীরা কেবলমাত্র পুঁজির অভাবে এসব শিল্প বহুমুখী করতে পারছেন না। অথচ স্বল্প পুঁজি বিনিযোগে এসব শিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভব। যার মাধ্যমে হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে। এরমধ্যে উপজেলার আলতোপোল গ্রামে বিআরডিবি'র উদ্যোগে সামাজিক জীবীকায়ন পল্লী স্থপণ করা হয়েছে। যেখানে শত শত মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে সরকারি উদ্যোগে কেশবপুরকে শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। জেলা বিসিকের তত্ত্বাবধানে সেসময় প্রতিজনের কাছ থেকে এক হাজার টাকা হারে তিন শতাধিক সদস্য সংগৃহীত হয়েছিল। এখানে শিল্পনগরীর জন্য স্থান নির্বাচনও হয়েছিল। কিন্তু অদৃশ্য কারণে সেস্থান খরিদ না করায় প্রস্তাবিত শিল্পনগরীর প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়ে। প্রশাসনিক অর্ন্তদ্বন্দ্বের কারণে কেশবপুরে শিল্পনগরীর কাজ আজও স্তিমিত। ফলে সংগৃহীত সদস্যরাও হতাশ হয়ে পড়েছেন। এপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে কোন যোগাযোগ করেনি। বরং সদস্যরাই সদস্য ফি'র টাকা ফেরতের জন্য যশোরস্থ বিসিক কার্যালয়ে বারংবার ধরনা দিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। আশ্চার্য হলেও সত্য যে, দীর্ঘ ৪০ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তা সম্ভাবনাময় এশিল্পকে গতিশীল করার জন্যে আর কোন আগ্রহ দেখায়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যর্থতা সকলকে হতাশ করেছে। কেশবপুর শহরের ব্যবসায়ী হাজী রুহুল কুদ্দুস বলেন, এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প গড়ে উঠলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি ও উৎপন্ন পণ্য রপ্তানির সকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকায় আঞ্চলিক উন্নয়নে ব্যাপক সহায়তা রাখবে। অবিলম্বে জায়গা নির্ধারণ করে বিসিক শিল্পনগরী স্থপণের দাবি তার। যশোর বিসিকের ভারপ্রাপ্ত উপমহাব্যবস্থাপক ফরিদা ইয়াসমিন জানান, যশোর জেলার কয়েকটি স্থানে শিল্পনগরী গড়ে তোলার প্রস্তাবনা রয়েছে। এরমধ্যে রামনগর শিল্প নগরীর কাজ এখন চলমান। যশোর-নড়াইল সড়কের হামিদপুরের শিল্পনগরীর প্রস্তাবনা বাতিল করা হয়েছে। তবে কেশবপুর শিল্প নগরী গড়ে তোলার প্রস্তাবনা অনেক আগের। কিন্তু প্রকল্পটি কি অবস্থায় রয়েছে তা কাগজপত্র না দেখে বলা যাবে না।

ধামইরহাটে মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে মজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি ক্যাটাগরিতে ১২'শ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ হাজার ২০ জন বৃত্তি প্রত্যাশী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। গতকাল শনিবার সকাল ১০ টায় চকময়রাম সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ৯০ মিনিটের এই বৃত্তি পরীক্ষা কড়া পাহারায় পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় মাধ্যমিক বৃত্তি'র সমন্বয়ক ও চকময়রাম সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম খেলাল ই রব্বানী, মজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও বাপা'র সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির, বিশিষ্ট সমাজসেবক মো. হানজালা, যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর আলম লিটন, আগ্রাদ্বিগুন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মোজাফফর রহমান, রাজশাহী বহুমূখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এস এম মাহাবুব উর রহমান, চন্ডিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুকুল হোসেন, সফিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহমান, বালিকা উচ

লাইপজিগের বিপক্ষে জয় পেলো বায়ার্ন

স্পোর্টস ডেস্ক :শক্তির তুলনায় খুব বেশি পিছিয়ে নেই আরবি লাইপজিগ; টেবিলের দিকে তাকালে এমনটিই মনে হবে। কিন্তু ফুটবল মাঠে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে যেন তারা অবুঝ শিশু। গত শুক্রবারের ম্যাচ দেখে তাই মনে হলো। লাইপজিগকে পাত্তাই দিলো না বায়ার্ন। একে একে তাদের জালে ৫ গোল দিলো বেভারিয়ানরা। যদিও বিপরীতে একটি গোলও হজম করেছে টেবিলটপাররা। বুন্দেসলিগায় আগের ম্যাচে মাইনজের কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল বায়ার্ন। এবার ৫-১ ব্যবধানের দুর্দান্ত জয় দিয়েই কামব্যাক করলো ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। ৬ গোলের ম্যাচে বুন্দেসলিগায় নতুন এক রেডর্কও হয়েছে। ম্যাচের প্রথম দুই মিনিটে ২টি গোল হয়েছে। জার্মান লিগে এমন ঘটনা এবারই প্রথম। নিজেদের ঘরের মাঠ অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় ম্যাচের প্রথম মিনিটেই গোল করে বায়ার্ন।

দ্বিতীয় মিনিটেই পাল্টা গোল করে দলকে সমতায় ফেরান বেঞ্জামিন সেস্কো। গেল ৩০ নভেম্বর বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে খেলতে নেমে ইনজুরিতে পড়েছিলেন হ্যারি কেইন। লাইপজিগের ম্যাচ দিয়ে দলে ফেরেন বায়ার্নের প্রধান তারকা। যদিও দলের গোলবন্যার দিনে স্কোরকার্ডে নাম লেখাতে পারেননি ইংলিশ ফরোয়ার্ড।

বায়ার্নের হয়ে গোল করেন ৫ জন। জামাল মুসিয়ালা ছাড়া অন্য গোলদাতারা হলেন- কনরাড লাইমার (২৫ মিনিটে), জসুয়া কিমিচ (৩৬ মিনিটে). লিরয় সানে (৭৫ মিনিটে) ও আলফানসো ডেভিস (৭৮ মিনিটে)। ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে বরাবরের মতোই টেবিলের শীর্ষে আছে বায়ার্ন। এক ম্যাচ কম খেলে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বায়ার লেভারকুসেন। ১৫ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে লাইপজিগ।

জরিমানা গুনলেন হেনরিখ ক্লাসেন

স্পোর্টস ডেস্ক :আইসিসির আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক ব্যাটার হেনরিখ ক্লাসেনকে। তাকে তার ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আউট হওয়ার পর স্টাম্পে লাথি মারার জন্য এই শাস্তি দেয়া হয়েছে তাকে। আইসিসি কোড অফ কন্ডাক্টের লেভেল ১ লঙ্ঘনের জন্য ক্লাসেনকে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেয়া হয়েছে। ম্যাচ শেষে ক্লাসেনর নামে আচরণবিধি ভঙের অভিযোগ এনেছিলেন অনফিল্ড আম্পায়ার। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং ক্লাসেন তা মেনে নেয়ায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। ঘটনাটি ঘটে, গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিতীয় ওয়ানডে চলাকালীন। ব্যাট হাতে তখন দারুণ করছিলেন ক্লাসেন। সেই মুহূর্তে ব্যাক্তিগত ৯৭ রানে বাউন্ডারির সীমানায় ক্যাচ তুলে দেন তিনি। সাথে সাথেই তা তালুবন্দি করেন ইরফান খান। তাই সেঞ্চুরি মিসের সাথে সাথে শেষ ব্যাটার হিসাবে আউট হয়ে দল হারার হতাশায় স্ট্যাম্পে লাথি মারেন ক্লাসেন। এই ম্যাচে ৩ পাকিস্তানি ব্যাটারের অর্ধশতকে ৩৩০ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২৪৮ রানেই অলআউট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের হয়ে ব্যাট হাতে একাই লড়ে গেছেন হেনরিখ ক্লাসেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে হেরে ইতিমধ্যেই সিরিজ হারের মুখ দেখেছে প্রোটিয়ারা। তৃতীয় ওয়ানডেতে হোয়াইট ওয়াশ এড়াতে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

আইসিসির র‍্যাঙ্কিংয়ে তাসকিনের বড় লাফ

স্পোর্টস ডেস্ক :ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে বল হাতে পারফর্ম করে পুরস্কার পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ, শেখ মেহেদী হাসান। আইসিসির টি-টোয়েন্টি বোলিং র?্যাংকিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন শেখ মেহেদী, উন্নতি হয়েছে তাসকিন আহমেদেরও। বাংলাদেশের বিপক্ষে হোম সিরিজে নৈপুণ্যের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিনার আকিল হোসেন টি-টোয়েন্টির বোলারদের র?্যাংকিংয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন। আকিল হোসেন তার ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো নম্বর ওয়ান পজিশনে। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থানে তাসকিন আহমেদ। ৬০৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৩ ধাপ এগিয়ে তাসকিনের অবস্থান এখন ১৮তম। যা তার ক্যারিয়ার সেরা র?্যাংকিং। সিরিজের ৩ ম্যাচ খেলে তাসকিন দখলে নেন মোট ৭ উইকেট। বড় লাফ দিয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান। ১৮ ধাপ এগিয়ে মেহেদী এখন ২৩ নম্বরে। এই সিরিজে বল হাতে তিনিই সবচেয়ে বেশি উইভিজকে বিপাকে ফেলেন। তিন ম্যাচে মেহেদীর শিকার মোট ৮ উইকেট। রিশাদ হোসেনের উন্নতি না হলেও পেসার হাসান মাহমুদ এগিয়েছেন ৩৮ ধাপ। ৪৮ তম পজিশনে আসা হাসান মাহমুদের রেটিং ৫০৬।

ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব মেটাতে সমাধান দিলেন শেহজাদ

স্পোর্টস ডেস্ক :ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বের আগ্রহের কমতি নেই। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক বৈরিতা। যে কারণে নিজেদের মধ্যে কোন দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেনা দুই দল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইসিসির নতুন সিদ্ধান্ত আসার পর এবার নতুন সমাধান দিয়েছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ। ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক দেশ হিসেবে পাকিস্তানের নাম ঘোষণার পর থেকেই বেঁকে বসেছে ভারত। টুর্নামেন্টটি নিয়ে দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর কেটেছে শঙ্কা। এর আগে পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়া নিয়েও আপত্তি করেছিল ভারত। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় ভারতের ম্যাচ আয়োজন করে হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট সম্পন্ন করেছিল এসিসি। এবারও দীর্ঘ আলোচনার পর এশিয়া কাপের মতো এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও হবে হাইব্রিড মডেলে। বিনিময়ে ভারতে কোন আইসিসি ইভেন্টে খেলতে যাবে না পাকিস্তান। নতুন সিদ্ধান্ত আসলেও এ নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে একটি সমাধান বের করেছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ। তার মতে সীমান্তে একটি স্টেডিয়ামে তৈরি করা যেতে পারে। সম্প্রতি এক পডকাস্টে তিনি বলেন, 'সীমান্তে একটি স্টেডিয়াম তৈরি করুন। একটি গেট ভারতের দিক থেকে খুলবে। তাদের খেলোয়াড়েরা সেই গেট দিয়ে মাঠে আসবে। আমাদের খেলোয়াড়েরা যাবে এদিক (পাকিস্তানের দিকের গেট) দিয়ে।' বিসিসিআই আর ভারত সরকারকে এরপরই খোঁচা দিয়ে শেহজাদ বলেন, 'আমার মনে হয় এরপরও বিসিসিআই ও ভারত সরকার ঝামেলা করবে। তারা বলবে, তোমাদের (পাকিস্তান) খেলোয়াড়েরা যখন মাঠের আমাদের প্রান্তে আসবে, আমরা তাদের ভিসা দেব না।' ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত হওয়া কথা রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে নামবে সেরা আট দল।

প্লেমেকারের পুরস্কার পেলেন জুড বেলিংহ্যাম

স্পোর্টস ডেস্ক : গত দুই বছর বিশ্বের সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের খেতাবের পর এবার ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্ট্রি এন্ড স্ট্যাটিস্টিক (আইএফএফএইচএস) এর সেরা প্লেমেকারের পুরস্কার জিতলেন জুড বেলিংহ্যাম। ম্যানচেস্টার সিটি কেভিন ডি ব্রুইনা ও সাবেক সতীর্থ টনি ক্রুসকে পেছনে ফেলে ২০২৪ সালে বিশ্বের সেরা প্লেমেকারের পুরস্কার জিতেছেন এ রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। বছরজুড়ে রিয়াল ও ইংল্যান্ডের হয়ে মাঠে দারুণ সময় কাটিয়ে ১৩৩ পয়েন্ট নিয়ে সেরা নির্বাচিত হয়েছেন বেলিংহ্যাম। ৯৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন কেভিন ডি ব্রুইনা। ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন টনি ক্রুস। জার্মানির জামাল মুসিয়ালা ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ হয়েছেন। আইএফএফএইচএস এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৫ বার সেরা প্লেমেকারের পুরস্কার জেতা লিওনেল মেসি ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে এবার পঞ্চম হয়েছেন। ইউরোপ ছাড়লেও আর্জেন্টিনা ও ইন্টার মায়ামির হয়ে দারুণ একটি বছর কাটিয়েছেন তিনি। এদিকে আইএফএফএইচএস এর চলতি বছরের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন স্পেন ও ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রদ্রি। রিয়াল মাদ্রিদ ও ব্রাজিল উইঙ্গার ভিনিসিউস জুনিয়রের তুলনায় ২৫ পয়েন্ট বেশি পেয়েছেন তিনি। ১৬৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন ভিনিসিউস। ৬২ পয়েন্ট নিয়ে এ ক্যাটাগরিতে তৃতীয় হয়েছেন বেলিংহ্যাম। অন্যদিকে একক আধিপত্য নিয়ে চলতি বছর সেরা তরুণ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন লামিনে ইয়ামাল। তিনি পেয়েছেন ৩০৩ পয়েন্ট। দ্বিতীয় হওয়া আর্দা গুলার পেয়েছেন ৫১ পয়েন্ট।

নতুন করে দুঃসংবাদ ম্যানসিটি শিবিরে

স্পোর্টস ডেস্ক : নিকট অতীতে এত বাজে সময়ের মুখোমুখি হয়নি ম্যানচেস্টার সিটি। সব প্রতিযোগিতা মিলে ১১ ম্যাচে মাত্র একটি জয়, হেরেছে আটটি। এদিকে চোটের তালিকাও লম্বা হচ্ছে। সবশেষ ডিফেন্ডার রুবেন দিয়াস ইনজুরি আক্রান্ত হয়ে মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন। অ্যাস্টন ভিলার মুখোমুখি হওয়ার আগে কোচ পেপ গার্দিওলা জানালেন, লম্বা সময় দিয়াসকে দলে পাওয়া যাবে না। ক্লাব জানিয়েছে, সময়ের ব্যাপ্তিটা তিন থেকে চার সপ্তাহের। নভেম্বরে পাঁচ ম্যাচের কোনোটি খেলা হয়নি দিয়াসের।

স্বাস্থ্য

ঠোঁট ফাটা জটিল রোগের লক্ষণ

স্বাস্থ্য ডেস্ক: শীত আসতেই শুরু হয়েছে ত্বক ও ঠোঁট ফাটা। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যায়, আর এ কারণে ত্বক হয়ে পড়ে শুষ্ক। এর থেকে ত্বক, ঠোঁট, হাত-পা ফাটতেও শুরু করে অতিরিক্ত শুষ্কতায়। বিশেষ করে ঠোঁট বারবার শুকিয়ে যাওয়া ও ফাটার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। তবে এটি শুধু শীতের শুষ্কতার কারণেই ঘটে না, ডায়াবেটিসেরও লক্ষণ হতে পারে ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বড়েই চলছে। প্রতি বছর লাখ লাখ রোগী আক্রান্ত হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি এ ব্যাধিতে। ডায়াবেটিসের ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে শুরু করে। গ্লুকোজের কারণে রক্তে শর্করার মাত্রায বেড়ে ওঠায় রক্তপ্রবাহে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। ডায়াবেটিসের সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ সবাই কমবেশি জানলেও তা এড়িয়ে যান। ডায়াবেটিস হলে অত্যধিক ক্ষুধা, ঘন ঘন প্রস্রাব, ক্লান্তি ও খিটখিটে মেজাজ হয়। পাশাপাশি ডায়াবেটিস হলে মুখে ৪টি সতর্কতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। মুখের স্বাস্থ্য বলে দেয় শরীরের রক্তে শর্করার মাত্রাসহ সামগ্রিক অসুস্থতা সম্পর্কে। ঠিক তেমনই ডায়াবেটিস হলে ঠোঁট ফাটাসহ মুখে কয়েকটি সতর্কতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। জেনে নিন সেগুলো-

শুকনো মুখ

টাইপ ১ বা টাইপ ২ ডায়াবেটিসের উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ ও প্রাথমিক লক্ষণগুলোর শুকনো বা শুষ্ক মুখ অন্যতম। সবসময় মুখ ও গলা শুকিয়ে আসে এক্ষেত্রে। রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে রোগীর মুখের লালা উৎপাদন কমে যায়। শুষ্ক মুখের লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে- রুক্ষ বা শুকনো জিহ্বা, মুখে আর্দ্রতার অভাব, ঠোঁট ফেটে যাওয়া, মুখে ফোলাভাব, খাবার গিলতে বা কথা বলতে অসুবিধা হওয়া ইত্যাদি।

ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া

শীতে আর্দ্রতার অভাবে এমনিতেই ঠোঁট ফেটে শুকিয়ে যায়। এটি কিন্তু ডায়াবেটিসের অন্যতম লক্ষণ হতে পারে। ডায়াবেটিসের কারণে সকালের দিকে বেশি শুকিয়ে যায় ঠোঁট। একই সঙ্গে প্রচণ্ড পানি পিপাসাও পায়। এই লক্ষণ দেখেলে দ্রুত ডায়াবেটিস পরক্ষা করান।

মাড়ির রোগ

শুধু শুষ্ক মুখ নয়, পাশাপাশি দাঁতের চারপাশে এবং মাড়ির নিচে লালা উৎপাদনকেও প্রভাবিত করে রক্তে শর্করার মাত্রা। শরীরে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জীবাণুর সংক্রমণ বেড়ে যায়। ফলে মাড়ির চারপাশে জ্বালা করে। এমনকি মাড়ির রোগ, দাঁত ক্ষয়ও হতে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে মাড়ির রোগ বেশি দেখা যায়। মাড়ির রোগ হওয়া রক্তের শর্করার মাত্রা আরও খারাপ হওয়ার

যেসব কারণে শরীরে পানি বৃদ্ধি পায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক: বিভিন্ন কারণে মানবদেহে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। পানির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে রোগীর শরীর ফুলে যায় এবং পেট, হাত-পা ও চোখের পাতায় পানি জমা হওয়ার ফলে ফুলে ভরাট ভরাট আকৃতি ধারণ করে। শরীরে জমা হওয়া পানির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে, রোগী বিভিন্ন ধরনের জটিলতায় পতিত হয়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তি কোনো ধরনের উপসর্গে ভোগেন না। কিন্তু পানির পরিমাণ বাড়তে থাকলে ধীরে ধীরে পায়ের পাতা ফুলতে থাকে এবং বিশেষ করে হাঁটুর নিচের অংশে পানি জমা হওয়ায় চামড়া টান টান ভাব ধরে বা ত্বক বেশি চকচকে হয়ে থাকে। পেট ফেঁপে যাওয়া, পেটের নাড়িভুঁড়িতে পানি জমা হওয়ার জন্য হজম প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। যার ফলে পেটে ভুটভাট করা, অত্যধিক গ্যাস উৎপন্ন হওয়া, পেটে বদহজম দেখা দিতে পারে। শরীরের বিভিন্ন অংশে পানির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সহজে জীবাণু সংক্রমণ ঘটে, মানে জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, লিভারে অত্যধিক পানি জমা হওয়ার ফলে লিভারের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে হজম ক্ষমতা কমে যাওয়া থেকে শুরু করে কারও কারও জন্ডিস দেখা দিতে পারে। ফুসফুসে অত্যধিক পানি জমা হওয়ার ফলে ফুসফুসের বায়ু ধারণক্ষমতা কমে যায়। ফলশ্রুতিতে শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়া এবং হাত-পায়ে পানির পরিমাণ বেশি হওয়ার ফলে চামড়ায় বা ত্বকে অস্বাভাবিক অনুভূতি, জ্বালা-জ্বালা ভাব, চুলকানোর মতো সমস্যাও সৃষ্টি করে থাকে।

ঘাড় ব্যথায় অবহেলা নয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক: অনেকেই আছেন হঠাৎ হঠাৎ ঘাড়ের ব্যথায় ভোগেন। কারও কারও সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ঘাড়ে ব্যথা হয়। তারা ভাবেন ঘুমানোর সময় অসাবধানতা কিংবা বালিশের কারণে এমন হয়। ঘাড় ব্যথা হলে অবহেলা না করে কিছু ব্যায়াম করতে পারেন, যেগুলো এমন ব্যথা এড়াতে দারুণ কার্যকর। জেনে নিন এমন কিছু ব্যায়ামের নিয়মকানুন। তবে খেয়াল রাখবেন, শরীরে কোনো ব্যথা থাকা অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে ব্যায়াম করা যাবে না।

ব্যায়াম-১এই ব্যায়ামটি করতে পারেন বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায়। প্রথমে ঘাড় ও পিঠ সোজা রাখুন। এরপর থুতনি নামিয়ে আনুন বুকের কাছাকাছি। ১৫ থেকে ৩০ সেকেন্ড এই অবস্থায় থাকুন। এরপর ঘাড়ের পেশি শিথিল করে ধীরে ধীরে মাথা ওপরে তুলে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনুন। এবার থুতনি ওপরের দিকে তুলুন যতটা সম্ভব। এই অবস্থায় ১০ সেকেন্ড থাকুন। এরপর আবার শুরুর অবস্থায় ফিরিয়ে আনুন। এভাবে রোজ একবেলা নির্দিষ্ট সময়ে ১০ বার ব্যায়ামটি করুন।ব্যায়াম-২

এই ব্যায়ামটি করতে হবে দাঁড়ানো অবস্থায়, পা দুটো সামান্য ফাঁকা রেখে। হাত দুটি দুই পাশে ঝোলানো অবস্থায় রাখতে পারেন। ডানদিকে মাথা কাত করুন, কান দিয়ে কাঁধ ছুঁতে চেষ্টা করুন। ঘাড়ের পেশিতে টান অনুভব করা অবধি এই চেষ্টা চালিয়ে যান। তবে ঘাড় ওঠাবেন না। ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড এই অবস্থায় থাকুন। এবার শুরুর অবস্থায় ফিরে আসুন। একইভাবে ব্যায়ামটি করুন বাম দিকেও। পুরো ব্যায়ামটি ১০ বার পর্যন্ত করতে পারেন, রোজ একবেলা। ব্যায়ামটিকে আরও কার্যকর করে তুলতে যখন যে পাশে ঘাড় কাত করবেন, সেই পাশের হাতটি তুলে আনতে পারেন মাথার ওপরে, আঙুল দিয়ে হালকা চাপ দিন মাথায়। ব্যায়াম ৩এই ব্যায়ামটি করতে পারেন বসা কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায়। প্রথমে ঘাড় ও পিঠ সোজা রাখুন।

শীতে বাড়ে যেসব চর্মরোগ

স্বাস্থ্য ডেস্ক: শীত এলেই কিছু চর্মরোগ নতুন করে আবির্ভূত হয়। যা গরমকালে খুব একটা দেখা যায় না। রোগীরা একটি অভিযোগ প্রায়ই করেন, তা হলো শীত এলে শরীর খুব চুলকায়। এক্ষেত্রে হাতের তালু দিয়ে ত্বক চুলকানো যেতে পারে। আবহাওয়া শুষ্ক থাকার কারণে মূলত এমন চুলকানি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে আপনার ত্বকের ধরন বুঝে চিকিৎসক ময়েশ্চারাইজার প্রেসক্রাইব করে থাকেন। ময়েশ্চারাইজার পাওয়া না গেলে নারিকেল তেল ব্যবহার করলেও ত্বক ভালো থাকে। চুলকানির পরিমাণ মারাত্মক হলে গ্লিসারিনের সঙ্গে পানি মিশিয়ে ব্যবহার করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। এসময় প্রচুর শাকসবজি ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খেলে ত্বক আর্দ্র থাকে। শীতে ত্বকের আরেকটি রোগের নাম ইকথায়েসিস। এটি একটি জন্মগত রোগ এবং শিশুকাল থেকেই দেখা যায়। নারী-পুরুষ সমানভাবে এ সমস্যায় আক্রান্ত হন। এ রোগে হাত-পায়ের ত্বক ফাটাফাটা ও ছোট-ছোট গুঁড়ি গুঁড়ি আঁশ পায়ের সামনের অংশ ও হাতের চামড়ায় দেখা যায়। তবে হাত ও পায়ের ভাঁজযুক্ত স্থান স্বাভাবিক থাকে। রোগীরা বলে থাকেন, এ সমস্যাটা ছোটবেলা থেকেই তার আছে। প্রতিবার শীত এলেই বেড়ে যায়। এদের হাত ও পায়ের তালুর দিকে তাকালে দেখা যায়, হাতের রেখাগুলো খুবই স্পষ্ট। যা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় নয়। এ রোগীদের নাক দিয়ে প্রায়ই পানি ঝরে এবং অ্যালার্জি ও অ্যাজমার সমস্যা থাকতে পারে। দুঃখের বিষয় এ রোগটি কখনোই একেবারে ভালো হয় না। তবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব যদি তৈলাক্ত পদার্থ নিয়মিত ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে আলফাহাইড্রোক্সি অ্যাসিড কার্যকর। গ্লিসারিনও ব্যবহার করা যায়। তবে এর সমস্যা হচ্ছে ত্বক আঠা আঠা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে একটি টাওয়েল দিয়ে অতিরিক্ত গ্লিসারিন চেপে তুলে নিলে ত্বকের আঠালো ভাব কেটে যায়। ত্বক ভালো রাখা সম্ভব। অ্যাকজিমাও শীত এলে বাড়তে পারে। তাই এ রোগে আক্রান্তদের বলে দেওয়া হয়, ভালো হওয়ার পরও যেন ত্বক শুষ্ক না হয়। একটি বিশেষ ধরনের অ্যাকজিমা আছে যার নাম অ্যাকজিমা ক্রাকুয়েলেটাম। এটি সাধারণত ৪০ বছর বেশি বয়সীদের হয় ও শীত এলে বাড়ে। এক্ষেত্রে ত্বকের গায়ে ফাঁটা দাগ ও হালকা আঁশ লক্ষ্য করা যায়।

ঠান্ডায় কানে যন্ত্রণা হলে করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক: শীত আসতেই কমবেশি সবাই সর্দি-কাশির সমস্যায় ভুগছেন। ঠান্ডার সমস্যায় কানেও প্রচণ্ড ব্যথা ও যন্ত্রণা হয় অনেকেরই। তবে বেশিরভাগ সময়ই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণের ফলে কানে হঠাৎ যন্ত্রণা বা ব্যথা হতে পারে। আবার তরল জমা ও প্রদাহের কারণে কানে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। হঠাৎ এমন ব্যথা হলে কী করবেন তা না জানায় আক্রান্তরা প্রচণ্ড কষ্ট পান। ঘরোয়া উপায়ে মুহূর্তেই কানের প্রচণ্ড যন্ত্রণা কমাতে পারবেন। জেনে নিন কানের সংক্রমণ রোধের কিছু ঘরোয়া প্রতিকার-

আদার ব্যবহার

আদায় প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যথা কমাতে কানের চারপাশে আদার রস বা এর সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে হালকা গরম করে ব্যবহার করুন। তবে খেয়াল রাখবেন কানের ভেতরে যেন আদার রস না ঢুকে।

অলিভ অয়েল

আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিক্সের পরামর্শ অনুযায়ী, অলিভ অয়েল হালকা গরম করে দু' এক ফোঁটা কানের মধ্যে নিলে ব্যথা দ্রুত সেরে যায়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই তেল ঠান্ডা করে নিতে হবে।

যে লক্ষণে বুঝবেন শরীরে লেস্টেরলের মাত্রা বেশি

স্বাস্থ্য ডেস্ক:শরীরের সুস্থ কোষ তৈরির জন্য কোলেস্টেরল প্রয়োজন। ভালো (এইচডিএল) ও খারাপ (এলডিএল) এ দু'ধরনের কোলেস্টেরলই শরীরে থাকে। যদি শরীরে উচ্চ মাত্রার লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন কোলেস্টেরল (এলডিএল, যা খারাপ কোলেস্টেরল নামেও পরিচিত) বেড়ে যায় তাহলে হৃদরোগের ঝুঁকি দ্বিগুণ বাড়ে। মোমজাতীয় কোলেস্টেরল ধমনীর দেওয়ালে ও তার উপরে জমা হতে পারে। ফলে ধমনীর পথ বন্ধ হয়ে যায় ও রক্ত প্রবাহকে কঠিন করে তোলে। কখনো কখনো রক্ত প্রবাহিত না হওয়ার কারণে অত্যধিক চাপে ধমনী ছিঁড়ে যায়, ফলে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঘটনা ঘটে। তাই উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যাকে অবহেলা করা উচিত নয়। শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে একাধিক লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। যদিও বেশিরভাগ মানুষ সেগুলোকে সাধারণ ভেবে অবহেলা করেন। উচ্চ কোলেস্টেরলের কারণে ত্বক, নখ ও চোখে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়, চলুন জেনে নেওয়া যাক-

নখের দাগ

অতিরিক্ত ফলক জমলে ধমনী সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে নখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত প্রবাহ কমে যায়। এ কারণে নখে লম্বা কালো দাগ তৈরি হয়। একে স্প্লিন্টার হেমোরেজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

মেডলাইন প্লাসের তথ্যমতে, এক্ষেত্রে নখের নিচে পাতলা, লাল থেকে লালচে বাদামিরঙা রেখা দেখা দিতে পারে। নখে এ ধরনের কোনো দাগ দেখলে এখনই সতর্ক হন।

ত্বকে ফুসকুড়ি

রক্ত প্রবাহে অত্যধিক কোলেস্টেরল ত্বকে ফ্যাটি জমার কারণও হতে পারে। এটি ফুসকুড়ি-সদৃশ ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে যন্ত্রণাদায়ক কমলা বা হলুদাভ ব্রণের মতো ফোঁড়া বা ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে ত্বকে।